বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২১-২০২২

কর্মই জীবন

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

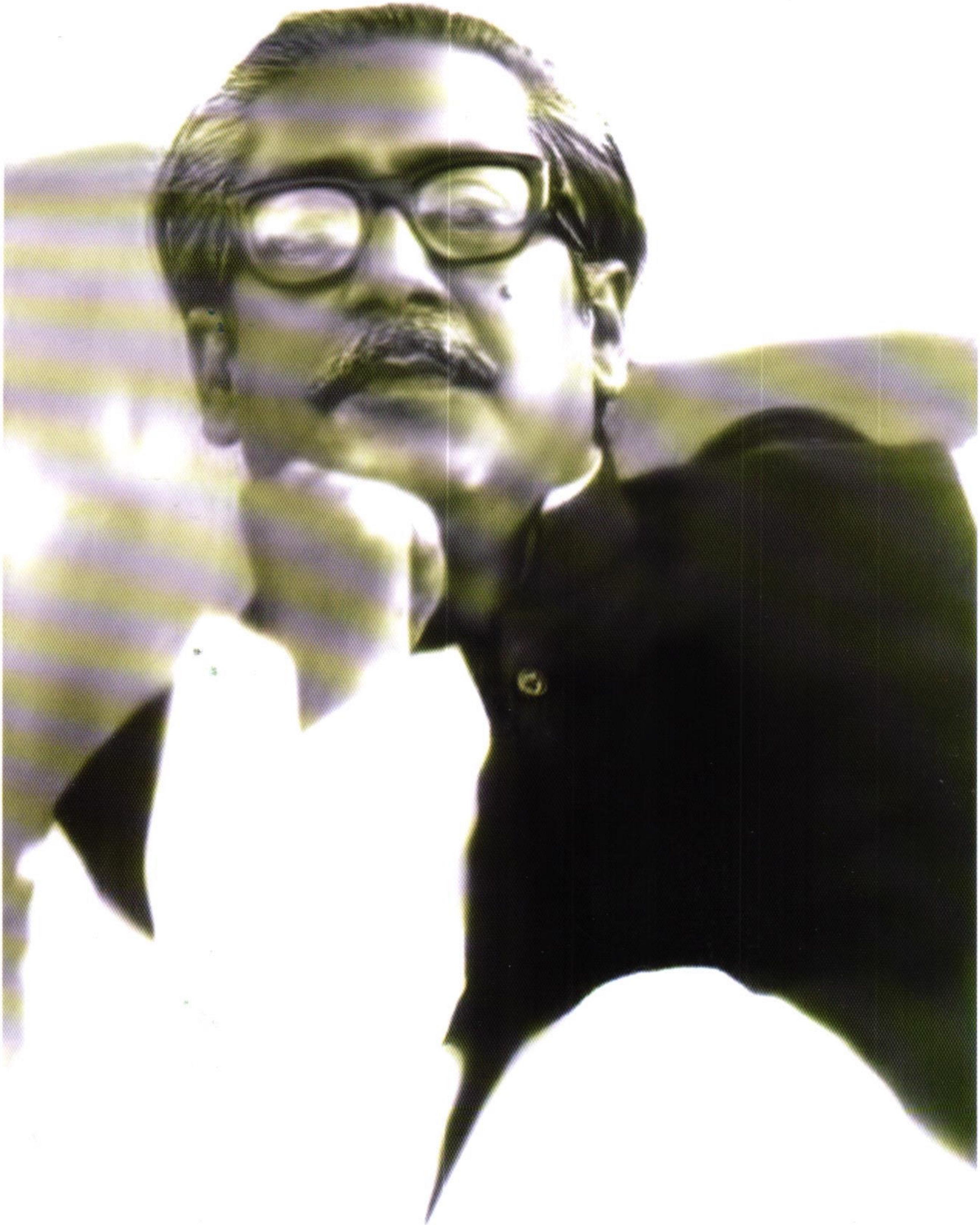

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

প্রতিমন্ত্রী

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়াধীন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমি এ মহতী উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।

দেশের মোট জনগোষ্ঠীর এক-তৃতীয়াংশ যুবসমাজ, যা প্রায় ৫ কোটি ৩০ লক্ষ। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণ ও ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার মূল কারিগর হচ্ছে দেশের এ বিপুল যুবশক্তি। দেশের সম্ভাবনাময় যুবগোষ্ঠীকে উৎপাদনশীল ও কর্মক্ষম শক্তিতে পরিনত করতে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বাঙালি জাতির স্বপ্নদ্রষ্টা, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, ' এ স্বাধীনতা আমার ব্যর্থ হয়ে যাবে যদি আমার বাংলার মানুষ পেট ভরে ভাত না খায়। এ স্বাধীনতা আমার পূর্ণহবে না যদি এ দেশের মানুষ যারা আমার যুবক শ্রেণী আছে তারা চাকুরী না পায় বা কাজ না পায়।'

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত এবারের নির্বাচনী ইশতেহারের মূল প্রতিপাদ্য " তারুণ্যের শক্তি-বাংলাদেশের সমৃদ্ধি " অর্থাৎ দেশের যুবদের সুসংগঠিত, সুশৃংখল এবং উৎপাদনমুখী শক্তিতে রূপান্তরের লক্ষ্য অর্জনে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০, রূপকল্প ২০৪১ এবং ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যুবদের মানসম্মত প্রশিক্ষণ, দক্ষতাবৃদ্ধি, কর্মসংস্থানসৃষ্টি এবং সন্ত্রাস, সাম্প্রদায়িকতা, জঙ্গিবাদ ও মাদকমুক্ত সমাজ গঠনে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

তথ্য জানা জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার। বর্তমান জনবান্ধব সরকার এ উপলব্ধি থেকে এবং সরকারি কাজে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ২০০৯ সালে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সকল প্রকার কর্মকান্ডের তথ্যাদি প্রকাশ করায় দেশের যুবসমাজের সেবা প্রাপ্তি সহজ হবে যা উন্নয়ন প্রক্রিয়া তরান্বিত করবে। যুব বান্ধব এ সরকার যুবদের জন্য যুগোপযোগী বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে। দেশের যুব সমাজ সে সকল কর্মসূচী সর্ম্পকে এ প্রতিবেদন থেকে ধারণা পাবে বলে আমার বিশ্বাস।

বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরকে আমি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল এমপি

সভাপতি
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

বাণী

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়াধীন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এর ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন। সেই স্বপ্নের সিঁড়ি বেয়ে বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নশীল দেশের কাতারে সামিল হয়েছে। সমৃদ্ধির সোপানে যুবসমাজের প্রোজ্জ্বল পথচলায় ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ তথা বঙ্গবন্ধুর ' সোনার বাংলা ' প্রতিষ্ঠার জন্য যুবসমাজ বদ্ধপরিকর।

গৌরবের অধিকারী দূরন্ত ও অদম্য আমাদের যুবসমাজ চায় সঠিক পথের ঠিকানা। এক্ষেত্রে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর যুবদেরকে দিচ্ছে সঠিক দিকনির্দেশনা ও কর্মের সন্ধান। ফলশ্রুতিতে তারা যেমন আত্মকর্মী হয়ে উঠছে , তেমনি দেশ-বিদেশে সম্মানজনক জীবিকায় নিয়োজিত হচ্ছে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বাস্তবায়িত যুব কার্যক্রম বিষয়ে বার্ষিক এই প্রতিবেদন প্রকাশ সরকারি কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার পরিচায়ক। বার্ষিক প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত তথ্য ও তথ্যচিত্র যুবসমাজ এবং অংশীজনদের জানার পরিধি আরো বিস্তৃতি ঘটবে বলে প্রত্যাশা করি। আমি এ প্রতিবেদন সংকলন ও প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(আবদুল্লাহ আল ইসলাম জ্যাকব, এমপি)

সচিব
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

তথ্য প্রাপ্তি জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার। অবাধ তথ্য প্রবাহ উন্নয়নের সহায়ক হিসেবে কাজ করে। উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন সঠিক তথ্য নির্ভর হলে টেকসই উন্নয়ন সম্ভব হয়। এ প্রয়াসে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২০২২ প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ প্রতিবেদন থেকে ২০২১-২০২২ অর্থবছরের যুব উন্নয়ন অধিপ্তর কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলী এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনা সম্পর্কে সম্যক ধারনা লাভ করা সম্ভব হবে।

বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের রূপকল্প ২০২১ এবং নির্বাচনী ইশতেহার " তারুণ্যের শক্তি, বাংলাদেশের সমৃদ্ধি " এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে জাতিসংঘ ঘোষিত SDG অর্জন, ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় নিয়ে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে বিভিন্ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। Demographic Dividend এর সুবর্ণ সুযোগে দেশের যুবসমাজকে বেকারত্বের হাত থেকে রক্ষা করে আয়বর্ধক কর্মকান্ডে নিয়োজিত ও আত্মকর্মী হিসেবে গড়ে তোলা সর্বোপরি তাদের জীবন মানোন্নয়নের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ব্যাপক কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

নিয়মিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার পরিচায়ক। এই বার্ষিক প্রতিবেদন সকল অংশীজনদের এবং আগ্রহী ব্যক্তি বা সংস্থার কাছে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কার্যক্রম সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেবে মর্মে আমি প্রত্যাশা করি। আমি এ প্রতিবেদন প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভকামনা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জয়বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মেজবাহ উদ্দিন

মহাপরিচালক (গ্রেড-১)
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

বাণী

সরকারি কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বর্তমান আওয়ামীলীগ সরকার ২০০৯ সালে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে। উক্ত আইনের আওতায় প্রণীত বিধিমালার শর্তানুসারে জনসাধারণের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা থেকে প্রতিবছর যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কার্যাবলীর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়ে থাকে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদিত কার্যাবলী ও ভষ্যিত পরিকল্পনা সম্পর্কে ধারণা প্রদানের লক্ষ্যে প্রতিবদনটি প্রস্তুত করা হয়েছে।

২০২১-২০২২ অর্থ বছরে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক যে সমস্ত কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো যুবদেরকে দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান, উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, যুব ঋণ প্রদানের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনে সহায়তা করে আত্মকর্মী সৃষ্টি করা। বিভিন্ন বিষয়ে কতজন যুব প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন, ঋণ সহায়তা গ্রহণের মাধ্যমে আত্মকর্মী হয়েছেন, উদ্যোক্তায় পরিণত হয়েছেন এবং আগামীতে যুব কল্যাণে কি কি কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে ইত্যাদি বিষয়ের তথ্য বার্ষিক প্রতিবেদনে সন্নিবেশ করা হয়েছে।

এছাড়া যুব উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমকে গতিশীল এবং বিস্তৃত করার লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ৩২৭৩টি নিবন্ধিত ও ২৪২৩টি স্বীকৃতিপ্রাপ্ত যুব সংগঠন রয়েছে। যুবদের অনুপ্রাণিত করার প্রয়াসে প্রতিবছর আত্মকর্মী যুব পুরুষ ও যুবনারী এবং যুব সংগঠকদের কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ জাতীয় যুব পুরস্কার প্রদান করা হয়। জাতীয় যুব পুরস্কার ২০২১ এর তথ্যচিত্র প্রতিবেদনে ঠাঁই পাওয়ায় বার্ষিক প্রতিবেদন সমৃদ্ধ হয়েছে এবং এ থেকে যুবরা অনুপ্রাণিত হবে বলে আমার বিশ্বাস।

" তারুণ্যের শক্তি, বাংলাদেশের সমৃদ্ধি " এই শ্লোগানকে সামনে রেখে যুবসমাজের উন্নয়নের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। সে সকল প্রকল্পের তথ্যাদিও বার্ষিক প্রতিবেদনে লিপিবদ্ধ আছে। প্রতিবছর মহাপরিচালক এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের মাঝে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সে চুক্তি এবং চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদিত কার্যের অগ্রগতি যুবসমাজ ও অংশীজনের জ্ঞাতার্থে বার্ষিক প্রতিবেদনে অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে। বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২০২২ প্রকাশ প্রশংসার দাবী রাখে।

জয়বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আজহারুল ইসলাম খান

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। এদেশের উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি যুবসমাজ। যুবসমাজকে দায়িত্ববান, আত্মবিশ্বাসী ও আত্মনির্ভরশীল করে সুসংগঠিত উৎপাদনমুখী শক্তিতে রূপান্তরের লক্ষ্যে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়াধীন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর নিরলস কাজ করে যাচ্ছে ।

ইতিহাসের মহানায়ক সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্যদিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় স্বাধীন বাংলাদেশ। স্বাধীনতা সংগ্রামসহ জাতীয় ইতিহাসের সকল মহৎ অর্জনের সক্রিয় সৈনিক হচ্ছে আমাদের মানবসম্পদ রূপে গণ্য আলোকিত যুবসমাজ।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বাস্তবায়িত যুব কার্যক্রম বিষয়ে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। এ প্রতিবেদনে যুব কার্যক্রমের সাফল্যচিত্রই মূল উপজীব্য। বার্ষিক প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত তথ্য ও তথ্যচিত্র যুবসমাজ ও অংশীজনদের জানার পরিধির আরো বিস্তৃতি ঘটাবে বলে আমার বিশ্বাস।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশে সর্বাগ্রে অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল এমপি ও সম্মানিত সচিব জনাব মেজবাহ উদ্দিন এর প্রতি। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম খান, মহাপরিচালক (গ্রেড-১) এর প্রতি সার্বিক সহায়তা প্রদানের জন্য। আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই প্রকাশনা কমিটির সম্মানিত সকল সদস্যের প্রতি এবং এর সাথে জড়িত সকলের প্রতি। যথাযথ আন্তরিকতা ও সতর্কতা সত্ত্বেও অনিচ্ছাকৃত ভুলত্রুটি কিংবা মুদ্রণ প্রমাদ এর জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ ও ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

সবশেষে সকলের কাছে প্রকাশিত এ বার্ষিক প্রতিবেদনটি গ্রহণযোগ্য হলে তবেই আমাদের পরিশ্রম সার্থক হবে।

মোঃ আব্দুল আখের
পরিচালক (পরিকল্পনা)

প্রধান পৃষ্ঠপোষক
মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল এমপি
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পৃষ্ঠপোষক
মোঃ মেজবাহ উদ্দিন
সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রধান উপদেষ্টা
মোঃ আজহারুল ইসলাম খান
মহাপরিচালক (গ্রেড-১), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

প্রধান সম্পাদক
মোঃ আব্দুল আখের
পরিচালক (পরিকল্পনা)
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

সম্পাদক মন্ডলী ঃ
মোঃ আতিকুর রহমান
উপপরিচালক (প্রশাসন)
মোঃ রফিকুল ইসলাম
উপপরিচালক (প্রকাশনা)
মোঃ হামিদুর রহমান
উপপরিচালক (বাস্তবায়ন, মনিটরিং ও যুবসংগঠন)
মোঃ আলী আশরাফ
উপপরিচালক (অর্থ)
অমলেন্দু বিশ্বাস
প্রোগ্রামার, আইসিটি শাখা

প্রচ্ছদ
মোঃ নূর-ই- আহসান
গ্রাফিক ডিজাইনার

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ
মোঃ রফিকুল ইসলাম
উচ্চমান সহকারী
মোঃ শাহজাহান ভূএঞা
ডাটা এন্ট্রি অপারেটর

আলোকচিত্রী
মোঃ লুৎফর রহমান

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের পটভূমি	০১
২	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ভিশন ও মিশন	০১
৩	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কার্যাবলী ও উদ্দেশ্য	০২
৪	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো	০৩
৫	বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প সমূহের প্রাক্কলিত ব্যয় ও মেয়াদ	০৩
৬	অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ/কর্মশালা/সেমিনার আয়োজন	০৩
৭	বাস্তবায়িত উত্তম চর্চা	০৫
৮	যুব কার্যক্রম	০৬
	ক) প্রশিক্ষণ কর্মসূচি	০৬
	খ) ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি	১৮
	গ) ঋণ কার্যক্রম	১৯
	ঘ) প্রশিক্ষিত যুবদের আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি	২৬
	ঙ) কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র	৩২
	চ) আঞ্চলিক মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র	৩২
	ছ) যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে বাস্তবায়িত কর্মসূচি	৩৩
০৯	বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প সমূহের কার্যক্রমের অগ্রগতি	৩৫
১০	সমাপ্ত প্রকল্প	৩৭
১১	অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন প্রকল্প	৩৮
১২	ভবিষ্যত পরিকল্পনা	৪৪
১৩	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বাজেট	৪৬
১৪	অন্যান্য কার্যক্রম	৪৭
১৫	যুব কার্যক্রম বাস্তবায়নে বর্তমান সরকারের অর্জন	৫৬
১৬	এক নজরে শুরু থেকে জুন ২০২২ পর্যন্ত যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কার্যক্রম	৫৮
১৭	উপসংহার	৬২
১৮	সিটিজেন চার্টার	৬৩

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের পটভূমি

১৯৭৮ সালের ডিসেম্বর মাসে বিশেষ গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে যুব উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের সৃষ্টি হয়। যুব উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের অধীনে ১৯৮১ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কার্যক্রম শুরু করে। ১৯৮২ সালে যুব উন্নয়ন মন্ত্রণালয়কে বিলুপ্ত করে শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীন যুব উন্নয়ন বিভাগ সৃষ্টি করা হয়। ১৯৮৪ সালে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় নামে স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর যুব ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ একটি অধিদপ্তর।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ভিশন

- বাংলাদেশের উন্নয়ন ও গৌরব বৃদ্ধিতে সক্ষম, নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন আধুনিক জীবনমনস্ক যুবসমাজ।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মিশন

- জীবনের সর্বক্ষেত্রে যুবদের প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তাদের প্রতিভার বিকাশ ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা।

জাতীয় যুব দিবস ২০২১ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি জনাব মোঃ আবদুল হামিদ, মহামান্য রাষ্ট্রপতি, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রাণালয়ের অধীন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর নিম্নবর্ণিত কার্যাদি বাস্তবায়ন করে ঃ

- ❖ যুবদের দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থান উপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান।
- ❖ প্রশিক্ষিত যুবদের প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিতকরণে ঋণ সহায়তা কার্যক্রম বাস্তবায়ন।
- ❖ আত্মকর্মী যুবদের উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে আর্থিক এবং কারিগরি সহায়তা প্রদান।
- ❖ দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে যুবদের স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণের লক্ষ্যে যুব সংগঠন নিবন্ধন কার্যক্রম পরিচালনা করা।
- ❖ যুবদেরকে দায়িত্বশীল, আত্মবিশ্বাসী ও মানবিক গুণাবলী অর্জনে উৎসাহ প্রদানে কর্মসূচি গ্রহণ।
- ❖ ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন অনুশীলনে অধিদপ্তরের কার্যক্রমে উদ্ভাবন, সেবা সহজিকরণ এবং সেবা ডিজিটাইজকরণ।
- ❖ সফল আত্মকর্মী ও যুব সংগঠকদের কাজের স্বীকৃতি প্রদান এবং অন্যান্য যুবদের অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যে জাতীয় যুব পুরস্কার প্রদান।
- ❖ প্রান্তিক ও NEET যুব-জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ।

উদ্দেশ্যাবলি

- ❖ যুবদের ন্যায়নিষ্ঠ, আধুনিক জীবনবোধসম্পন্ন, আত্মমর্যাদাশীল ও ইতিবাচক মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা;
- ❖ যুবদের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা বিকাশের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা;
- ❖ যুবদের মানবসম্পদে পরিণত করা;
- ❖ যুবদের মানসম্পন্ন শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;
- ❖ যুবদের যোগ্যতা অনুযায়ী পেশা ও কর্মের ব্যবস্থা করা;
- ❖ যুবদের অর্থনৈতিক ও সৃজনশীল কর্মোদ্যোগ ক্ষমতায়নে উৎসাহিত করা;
- ❖ ক্ষমতায়নের মাধ্যমে যুবদের জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে সক্রিয় ভূমিকা পালনে সক্ষম করে তোলা;
- ❖ স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় যুবদের সম্পৃক্ত করা;
- ❖ পরিবেশ সংরক্ষণ, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ মোকাবিলাসহ জাতি গঠনমূলক কার্যক্রমে স্বেচ্ছাসেবী হতে যুবদের উৎসাহিত করা;
- ❖ সমাজের অনগ্রসর এবং শারীরিক-মানসিক বা অন্য যে কোনো প্রতিবন্ধকতার শিকার মানুষের প্রতি যুবসমাজকে সংবেদনশীল ও দায়িত্বশীল করে তোলা;
- ❖ বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন যুবদের অধিকার নিশ্চিত করা;
- ❖ জীবনাচরণে মতাদর্শগত উগ্রতা ও আক্রমণাত্মক মনোভাব পরিহারে যুবদের উদ্বুদ্ধ করা ;
- ❖ যুবদের মধ্যে উদার, অসাম্প্রদায়িক, মানবিক ও বৈশ্বিক চেতনা জাগ্রত করা;

বঙ্গবন্ধু যুবমেলা ২০২১ এর শুভ উদ্বোধন করছেন ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি,মাননীয় মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়,জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, জনাব মোঃ আখতার হোসেন, সিনিয়র সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম খান, মহাপরিচালক (গ্রেড-১), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

জাতীয় যুব পুরস্কার ২০২১ প্রাপ্তদের সাথে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল এমপি, জনাব মোঃ আখতার হোসেন, সিনিয়র সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম খান মহাপরিচালক (গ্রেড-১), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো

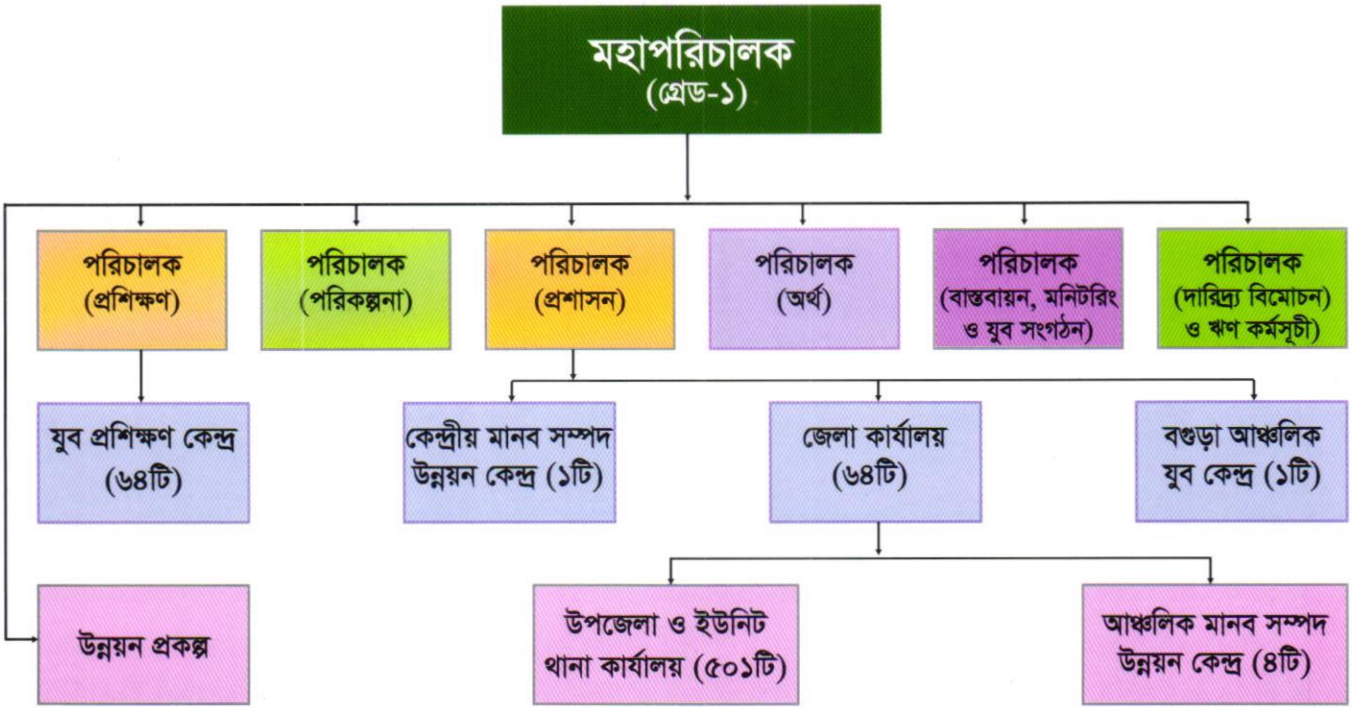

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের প্রাক্কলিত ব্যয় ও প্রকল্প মেয়াদঃ

ক্র.নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
১.	যানবাহন চালনা প্রশিক্ষণ প্রকল্প (জানুয়ারি ' ২০২১-ডিসেম্বর ' ২০২৩)	১০৫৯৪.০০
২.	"টেকনোলজি এমপাওয়ারমেন্ট সেন্টার অন হুইলস ফর আন্ডার প্রিভিলেজড রুরাল ইয়াং পিপল অব বাংলাদেশ (টেকাব) ২য় পর্ব	২০০০.০০
৩.	" দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ব্যাপক প্রযুক্তি নির্ভর সমন্বিত সম্পদ ব্যবস্থাপনা (ইমপ্যাক্ট ৩য় পর্যায়)	২০৯১৭.০০

অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ/কর্মশালা/সেমিনার আয়োজনঃ

ক্র.নং	বিষয়	ভেন্যু/সংস্থা	সংখ্যা
১	৬০ ঘন্টার প্রশিক্ষণ	প্রধান কার্যালয়	১২০ জন
২	দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ	কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র সাভার	৭৮৮ জন
৩	কর্মশালা	দারিদ্র্য বিমোচন ও ঋণ শাখা	৪ টি
৪	কর্মশালা	প্রশিক্ষণ শাখা	৮ টি

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে বাস্তবায়িত উত্তম চর্চা

১। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে অনুষ্ঠিত সকল সভার নোটিশ, কার্যপত্র এবং কার্যবিবরণী গ্রুপ মেইলে প্রেরণ এবং ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়।

২। ই-নথি ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন।

৩। অনলাইন ভিত্তিক প্রশিক্ষণের ও ঋণের আবেদন গ্রহণ

৪। মোবাইল ব্যাংকের মাধ্যমে ঋণ আদায়।

৫। ঋণের অনলাইন রিপোর্টিং। ফলে, কাগজের ব্যবহার হ্রাস পেয়েছে, নথি সঞ্চালণে গতি বৃদ্ধি পেয়েছে, সময় অপচয় হ্রাস পেয়েছে এবং ব্যয় হ্রাস পেয়েছে।

মালদ্বীপ সরকার কর্তৃক ' মালদ্বীপ স্পোর্টস অ্যাওয়ার্ড '-এ ভূষিত হওয়ায় যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল এমপি কে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রাণঢালা অভিনন্দন।

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের নবনিযুক্ত সচিব জনাব মেজবাহ উদ্দিন মহোদয়ের সাথে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারিগণের সাথে মতবিনিময় সভায় ফুলেল শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম খান, মহাপরিচালক (গ্রেড-১), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

যুব কার্যক্রম

ক) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ঃ

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ অনুসরণে 'তারুণ্যের শক্তি বাংলাদেশের সমৃদ্ধি' এ শ্লোগান সামনে রেখে ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি অর্জন এবং রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়ন এর লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে। দেশের ১৮-৩৫ বছর বয়সী কর্মপ্রত্যাশী যুবপুরুষ ও যুবমহিলাদের উদ্বুদ্ধ করে কর্মস্পৃহা জাগরণে দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করে এবং প্রয়োজনে ঋণ সহায়তা প্রদান করে প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দেশ বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের নিয়মিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম মূলত: দু'ধরনের ১। প্রাতিষ্ঠানিক ও ২। অপ্রাতিষ্ঠানিক। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর নিয়মিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর পাশাপাশি ' পদ্মাবহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প ', SEIP-সহ বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে সমঝোতা স্বাক্ষরের মাধ্যমে দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। এছাড়া বিশ্ব ব্যাংক আইএলও, ইউএসএইড-সহ বিভিন্ন খ্যাতিমান সংস্থার সাথেও যুগপদভাবে যুবদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

যুবদের দক্ষতাবৃদ্ধিমলূক প্রশিক্ষণ ছাড়াও কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র, সাভার, ঢাকায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য :

কর্মপ্রত্যাশী যুবদের কর্মদক্ষ করে গড়ে তোলা, প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দেশি বিদেশি শ্রমবাজার উপযোগী যুবশক্তি গড়ে তোলা, সমাজে পিছিয়ে পড়া যুবগোষ্ঠির (NEET) জন্য শোভন কর্মসংস্থানের উপযোগী সক্ষমতা প্রদানে সহায়তা করা, আত্মকর্মী থেকে উদ্যোক্তায় পরিণত হওয়ার জন্য সক্ষম করা, প্রান্তিক যুবনারীদের দক্ষতাবৃদ্ধি ও নারী ক্ষমতায়নের জন্য নারীদের স্বাধীকার ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা তৈরি করা।

মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ঃ

জেলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র : (অনাবাসিক):

দেশের ৬৪টি জেলা কার্যালয় প্রতিটি বিষয়ে প্রতি ব্যাচে আসন সংখ্যা ৩০-৭০ জন

শ্রেণী কক্ষ, প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি ও প্রশিক্ষণ ল্যাবের সুবিধা আছে।

উপপরিচালক এর তত্ত্বাবধানে জেলা কার্যালয়ে কোর্সগুলো পরিচালিত হয়।

যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (আবাসিক) :

৬৪টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

কৃষি বিষয়ক আবাসিক প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ

প্রতিটি বিষয়ে প্রতি ব্যাচে আসন সংখ্যা ৪০-৬০ জন, যা ১০০ জন পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যায়।

শ্রেণী কক্ষ, প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতির সুবিধা আছে

হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য প্রশিক্ষণ ইউনিট রয়েছে

সকলের জন্য হোস্টেল এর সুবিধা রয়েছে

কো-অর্ডিনেটর/ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর এর তত্ত্বাবধানে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কোর্সগুলো পরিচালিত হয়।

প্রশিক্ষণার্থীদের প্রদেয় সুবিধা :

আবাসিক প্রশিক্ষণে আবাসন সুবিধাসহ তিন বেলা খাবার বাবদ জন প্রতি দৈনিক ১৫০/- টাকা প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান। অনাবাসিক প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণার্থীদের দৈনিক জনপ্রতি ১০০/- টাকা হারে যাতায়াত ভাতা প্রদান। দলিত, অটিস্টিক, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠি যুবদের জন্য ৫% কোটাসহ ভর্তি ফি ব্যতীত প্রশিক্ষণ। প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের সনদপত্র প্রদান এবং প্রকল্প গ্রহণে ঋণ সহায়তা প্রদান।

প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন :

১৮-৩৫ বছর বয়সী বেকার যুবক ও যুবনারী। অনগ্রসর যুবনারী (অগ্রাধিকার প্রাপ্ত)

শারীরিক প্রতিবন্ধি/অটিস্টিক যুবক ও যুবনারী যুব সংগঠনের সদস্যবৃন্দ, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠির আওতাভুক্ত যুবক ও যুবনারী।

যুব প্রশিক্ষণের রিসোর্স পার্সন :

* সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ ও পেশাগতভাবে দক্ষ অতিথি বক্তা
* অধিদপ্তরের নিজস্ব প্রশিক্ষক

প্রশিক্ষণ পদ্ধতি :

* উদ্বুদ্ধকরণ, প্রদর্শন
* প্রশিক্ষণের বিভিন্ন উপকরণের ব্যবহার, হাতে-কলমে শিখন এবং অনুশীলন
* কেইস স্টাডি, রোল মডেল
* তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ক্লাশের অনুপাত ঃ তাত্ত্বিক : ২০ ব্যবহারিক : ৮০
* উদ্ভাবনী এবং সৃজনশীল প্রশিক্ষণ পদ্ধতি
* ইন্টার্নীশিপ (ক্যাটারিং, হাউজকিপিং, টুরিস্ট গাইড)

জেলা পর্যায়ে উপপরিচালক এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত প্রশিক্ষণ (৪১টি ট্রেড) :

* প্রাতিষ্ঠানিক অনাবাসিক (২৮টি ট্রেড)
* প্রাতিষ্ঠানিক আবাসিক (১৩টি ট্রেড)

২০২২-২৩ অর্থ বছরে জেলা কার্যালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা : ৬৮,৭৮০ জন।

অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ (৪২টি ট্রেড)

উপজেলা পর্যায়ে পরিচালনা করা হয়:

□ প্রাণিসম্পদ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স - ১০ টি
□ মৎস্য সম্পদ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স-৮ টি
□ কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স -৭ টি
□ বস্ত্র বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স-৬ টি
□ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স - ৭ টি
□ অন্যান্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স - ৪ টি

২০২২-২৩ অর্থ বছরে উপজেলা কার্যালয়ের অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা : ২,০৪,৯০০ জন।

অনলাইন প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য:

অনলাইন ট্রেনিং এ্যাপ্লিকেশন এন্ড কোর্স ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার:

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের a2i প্রোগ্রাম এর আওতায় সার্ভিস ইনোভেশন ফান্ড (SIF) এর অর্থায়নে প্রশিক্ষণের Online Training Application & Course Management System শীর্ষক একটি সফটওয়্যার প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রস্তুতকৃত সফটওয়্যারের মাধ্যমে অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক সকল প্রশিক্ষণ কোর্সে অনলাইন ভর্তি আবেদনসহ পর্যায়ক্রমে প্রশিক্ষণের সার্বিক কার্যক্রম অনলাইনে সম্পন্ন হবে। প্রস্তুতকৃত সফটওয়্যারটির কার্যক্রম ২০২০-২০২১ অর্থবছরে প্রাথমিকভাবে ১২টি জেলায় (ঢাকা, খুলনা, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, বগুড়া, যশোর, বান্দরবান, মৌলভীবাজার, জয়পুরহাট, পিরোজপুর, মানিকগঞ্জ ও কিশোরগঞ্জ) পাইলটিং আকারে শুরু করা হয়েছে। চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছর থেকে NISE3 (National Intelligence for Skills, Education, Employment, Entrepreneurship) প্লাটফর্মের মাধ্যমে এটুআই প্রোগ্রামের সহযোগীতায় আরো ১৫টি জেলায় শুরু করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট জেলার উপপরিচালক ও প্রশিক্ষকদের সমন্বয়ে কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রে ToT প্রদান করা হয়েছে।

মৎস্য চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ

পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের অর্থায়নে ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সহযোগিতায় সেতু নির্মাণের জন্য জমি অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের জীবিকা উন্নয়নের লক্ষ্যে আয়বর্ধণমূলক প্রশিক্ষণ ঃ

০১। * প্রথম সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের তারিখ: ১৩-০১-২০১৯খ্রি
* প্রশিক্ষণার্থীর লক্ষ্যমাত্রা : ১৫৮৭ জন, অর্জন : ১৫৮৭ জন।

০২। * ২য় সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের তারিখ: ১১-০২-২০২১খ্রি
* প্রশিক্ষণার্থীর লক্ষ্যমাত্রা: ৩১২৪ জন। অর্জন : ৩১২২ জন

মেয়াদ শেষের তারিখ: ৩০ জুন ২০২২খ্রি.

০৩। **নির্বাচিত এলাকা :** * ০৩ টি জেলা (মুন্সিগঞ্জ, মাদারীপুর ও শরীয়তপুর জেলা)
* ০৩ টি উপজেলা : (লৌহজং-মুন্সিগঞ্জ, শিবচর-মাদারীপুর ও জাজিরা-শরীয়তপুর উপজেলা)

০৪। **মোট ট্রেড সংখ্যাঃ ১২টি**

(১) কম্পিউটার বেসিক, ২) ফ্রিজ ও এসি মেরামত, ৩) ওয়েল্ডিং, ৪) ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজ ওয়্যারিং/ইলেকট্রিশিয়ান, ৫) পাটজাত পণ্য উৎপাদন, ৬) টেইলারিং এ্যান্ড ড্রেস মেকিং, ৭) ক্রাফটিং ৮) স্ক্রীণ এ্যান্ড ব্লক বাটিক বিষয়ক ৯) মোবাইল ও টিভি মেরামত, ১০) ক্ষুদ্র ব্যবসা, ১১) গরু ও ছাগল পালন ও ১২) মৎস্য চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ।

পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের MoU স্বাক্ষর

প্রশিক্ষণ সেবা সহজীকরণ :

প্রশিক্ষণ সেবা সহজিকরণের লক্ষ্যে এটুআই প্রোগ্রামের সহযোগিতায় প্রাথমিক পর্যায়ে গাজীপুর এবং জামালপুর জেলায় এ কার্যক্রম শুরু করা হয়। পরবর্তীতে আরো ১৬টি জেলায় (ঢাকা, নওগাঁ, টাঙ্গাইল, মানিকগঞ্জ, নেত্রকোনা, মুন্সিগঞ্জ, পাবনা, ঝিনাইদহ, চাঁদপুর, নারায়ণগঞ্জ, জয়পুরহাট, দিনাজপুর, মৌলভীবাজার, ঝালকাঠি, বান্দরবান, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে এবং ২০২১-২২ অর্থ বছরে আরো ২০টি জেলায় (চট্টগ্রাম, সিলেট, খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল, রংপুর, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, বগুড়া, ফরিদপুর, রাঙ্গামাটি, নোয়াখালী, বাগেরহাট, ভোলা, সুনামগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, গোপালগঞ্জ, নীলফামারী, কুড়িগ্রাম ও শেরপুর) শুরু করা হয়। এ কার্যক্রমের সুবিধাসমূহ :

* প্রশিক্ষণের শেষদিনে প্রশিক্ষণার্থীদের সনদপত্র প্রদান নিশ্চিতকরণ। এতে প্রশিক্ষণার্থীদের সময়, অর্থ ও যাতায়াত সাশ্রয় হয়।
* প্রশিক্ষণ সংশ্লিষ্ট জনবলের কাজ যেমন রেজিস্ট্রেশন, টেবুলেশন, ট্রান্সক্রিপ্ট, সনদপত্র ইত্যাদি তৈরীর কাজের ধাপ কমিয়ে আনা।
* প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কাজের বিষয়ে প্রশিক্ষকদের প্রযুক্তি ব্যবহারে অভ্যস্থ করা।
* সনদপত্র প্রদানের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা।

অনলাইন ভিডিও কনটেন্ট ঃ

প্রাথমিকভাবে নিম্নবর্ণিত ০৮টি ট্রেডের অনলাইন ভিডিও কনটেন্ট প্রস্তুতের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে।

০১) কম্পিউটার বেসিক এন্ড আইসিটি এ্যাপ্লিকেশন
০২) প্রফেশনাল গ্রাফিক্স ডিজাইন
০৩) কমিউনিকেটিভ ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ
০৪) পোশাক তৈরি
০৫) ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজওয়্যারিং
০৬) ইলেকট্রনিক্স
০৭) রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং
০৮) সমন্বিত কৃষি বিষয়ক।

বর্ণিত ০৮টি ট্রেডের মধ্যে নিম্নবর্ণিত ০৩টি ট্রেডের ৫১টি অনলাইন ভিডিও কনটেন্ট প্রস্তুতির কাজ সম্পন্ন হয়েছে। তন্মধ্যে ১৬টি কনটেন্ট যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ওয়েব পোর্টালে আপলোড করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৩৫টি কনটেন্ট অধিদপ্তরের ওয়েব পোর্টালে আপলোড প্রক্রিয়াধীন আছে।

০১) কম্পিউটার বেসিক এন্ড আইসিটি এ্যাপ্লিকেশন
০২) প্রফেশনাল গ্রাফিক্স ডিজাইন
০৩) কমিউনিকেটিভ ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ।

মুক্তপাঠে সংযোজিত অনলাইন প্রশিক্ষণ ট্রেডসমূহ :

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও a2i এর সহযোগিতায় মুক্তপাঠে অনলাইনে নিম্নলিখিত ট্রেডসমূহের ডিডিও কনটেন্ট আপলোড করা হয়েছে।

১. স্বল্প পুঁজিতে কোয়েল পালন
২. গরু মোটাতাজাকরণ
৩. ভার্মি কম্পোষ্ট তৈরি
৪. স্ক্রিন প্রিন্টিং
৫. মাছের মিশ্র চাষ
৬. বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে পশুর চামড়া ছাড়ানো ও সংরক্ষণ।

৪র্থ শিল্প বিপ্লব উপযোগী আধুনিক প্রশিক্ষণ চালুকরণ :

৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এটুআই প্রোগ্রাম এর সহযোগিতায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের পরিচালিত প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ আধুনিকায়নের লক্ষ্যে 'এ্যাডভান্স ক্যাটারিং' ও 'থ্রিডি ফ্যাশন ডিজাইন' দু'টি কোর্সের কম্পিটেনসি স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।

প্রশিক্ষণ এবং আত্মকর্মসংস্থান অগ্রগতির তথ্য :

১। সৃষ্টিলগ্ন থেকে জুন ২০২২ পর্যন্ত অর্জিত প্রশিক্ষণ = ৬৭,৬৫,০৪৯ জন।
২। ২০০৯ সাল থেকে জুন ২০২২পর্যন্ত অর্জিত প্রশিক্ষণ = ৩৬,৮৩,৩৬১ জন।
৩। সৃষ্টিলগ্ন থেকে জুন ২০২২ পর্যন্ত আত্মকর্মসংস্থান = ২৩ লক্ষ ৩২ হাজার ৪ শত ৪১ জন
৪। ২০০৯ সাল থেকে জুন ২০২২ পর্যন্ত আত্মকর্মসংস্থান = ৭ লক্ষ ৯০ হাজার ৩ শত ৪৫ জন।

অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে MoU স্বাক্ষরের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ ঃ

১। মডার্ন হারবাল (জুন ২০২২ পর্যন্ত)= ১৮৭৯২ জন
২। পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প (দুই পর্যায়ে)= ৪৭০৯ জন

২০২২ - ২৩ অর্থবছরে উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা:

১। যানবাহন প্রকল্প = ১৬০০০ জন
২। ইমপ্যাক্ট প্রকল্প = ৪৯২০০ জন
৩। টেকাব প্রকল্প = ৫০০০ জন

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি। কর্মপ্রত্যাশী যুবসমাজকে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। জেলা পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ আবাসিক ও অনাবাসিক ভিত্তিতে প্রদান করা হয়।

জেলা পর্যায় উপপরিচালক এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত প্রশিক্ষণ:
প্রশিক্ষণ ধরণ: প্রাতিষ্ঠানিক অনাবাসিক।

নং	ট্রেডের নাম	মেয়াদ	ব্যাচ প্রতি প্রশিক্ষণার্থী সংখ্যা	প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	প্রশিক্ষণের ধরন	ভর্তি ফি	প্রশিক্ষণ ভাতা (দৈনিক)
	জেলা কার্যালয়:						
ক)	**কম্পিউটার বিষয়কঃ**						
০১.	কম্পিউটার বেসিক এন্ড আইসিটি এ্যাপ্লিকেশন	৬ মাস	৭০	৭১টি	অনাবাসিক	১০০০.০০	
০২.	প্রফেশনাল গ্রাফিক্স ডিজাইন কোর্স	৬ মাস	৫০	০৬টি	অনাবাসিক	১০০০.০০	
০৩.	মডার্ণ অফিস ম্যানেজমেন্ট এন্ড কম্পিউটার এ্যাপ্লিকেশন	৬ মাস	৪০	৩৪টি	অনাবাসিক	৫০০.০০	১০০
০৪.	ফ্রি ল্যান্সিং/আউটসোর্সিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২ মাস	২০	৩৮টি	অনাবাসিক	৫০০.০০	১০০
০৫.	ওয়েব ডিজাইন	১ মাস	২০	১৫টি	অনাবাসিক	৫০০.০০	১০০
০৬	ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট	১ মাস	২০	১৫টি	অনাবাসিক	৫০০.০০	১০০
০৭	নেটওয়ার্কিং	১ মাস	২০	১৫টি	অনাবাসিক	৫০০.০০	১০০
খ)	**লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ক প্রশিক্ষণঃ**						
০৮.	ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজওয়্যারিং	৬ মাস	৩০	৬০টি	অনাবাসিক	৩০০.০০	১০০
০৯.	ইলেকট্রনিক্স	৬ মাস	২৫	৬৩টি	অনাবাসিক	৩০০.০০	১০০
১০.	রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং	৬ মাস	২৫	৫৩টি	অনাবাসিক	৩০০.০০	১০০
১১.	মোবাইল ফোন সার্ভিসিং এন্ড রিপেয়ারিং	১ মাস	২০	৩১টি	আবাসিক	১০০.০০	১০০
	ওয়েল্ডিং	১ মাস	২০	২০টি	অনাবাসিক	১০০.০০	-
গ)	**বস্ত্র বিষয়কঃ**						
১২.	পোষাক তৈরী	৩ মাস	২৫	৬৬টি	অনাবাসিক	৫০.০০	১০০
১৩.	ব্লক বাটিক ও স্ক্রীণ প্রিন্টিং	৪ মাস	২৫	১০টি	অনাবাসিক	৫০.০০	১০০

নং	ট্রেডের নাম	মেয়াদ	ব্যাচ প্রতি প্রশিক্ষণার্থী সংখ্যা	প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	প্রশিক্ষণের ধরন	ভর্তি ফি	প্রশিক্ষণ ভাতা (দৈনিক)
১৪.	ওভেন সুইং মেশিন অপারেটিং	২ মাস	২০	০৩টি	অনাবাসিক	৫০.০০	১০০
১৫.	ফ্যাশন ডিজাইন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স	৬ মাস	৩০	**০৮টি**	অনাবাসিক	৫০০.০০	১০০
১৫.	পাটজাত পণ্য তৈরি	১ মাস	২০	২০টি	আবাসিক	১০০	১০০
১৬.	চামড়াজাত পণ্য তৈরি	১ মাস	২০	২০টি	আবাসিক	১০০	১০০
ঝ)	ট্যুরিজম এন্ড হোটেল ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণঃ						১০০
১৭.	ক্যাটারিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স	৬ মাস	৪০	০২টি	অনাবাসিক	১০০০.০০	১০০
১৮.	হাউজকিপিং, লন্ড্রি অপারেশন এন্ড কমিউনিকেটিভ ইংলিশ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৩ মাস	৪০	০৪টি	অনাবাসিক	৫০০.০০	১০০
১৯.	সংক্ষিপ্ত হাউজকিপিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১ মাস	৩০	০২টি	আবাসিক	-	১০০
২০.	ফ্রন্ট ডেস্ক ম্যানেজমেন্ট	২ মাস	৩০	০৩টি	অনাবাসিক	৫০০.০০	১০০
২১.	টুরিষ্ট গাইড বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২ মাস	৩০	০৩টি	অনাবাসিক	৫০০.০০	১০০
ঞ)	বিউটিফিকেশন বিষয়ক প্রশিক্ষণঃ						১০০
২২.	বিউটিফিকেশন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১ মাস	২০	২৩টি	অনাবাসিক	১০০.০০	১০০
২৩.	ল্যাংগুয়েজ প্রশিক্ষণঃ						১০০
র)	আরবী ভাষা শিক্ষা	২ মাস	২০	০১টি	অনাবাসিক	১০০.০০	১০০
রর)	ইংরেজি ভাষা শিক্ষা	২ মাস	২০	০১টি	অনাবাসিক	১০০.০০	১০০
ঠ)	অন্যান্য বিষয়ক প্রশিক্ষণঃ						১০০
২৪.	সেলসম্যানশীপ বিষয়ক প্রশিক্ষণকোর্স	২ মাস	৩০	০৩টি	অনাবাসিক	৫০০.০০	১০০
২৫.	ক্লিয়ারিং ফরওয়ার্ডিং	১৪ দিন	৩০	০৩টি	অনাবাসিক	৫০০.০০	১০০
২৬.	হস্তশিল্প তৈরী বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১ মাস	৩০	০৩টি	অনাবাসিক	১০০.০০	১০০
২৭.	ইয়ুথ কিচেন	১ মাস	২০	৪০টি	অনাবাসিক	১০০.০০	১০০
২৮.	ব্যানান ফাইবার এক্সট্রাক্ট	১৫দিন	২০	০৫টি	অনাবাসিক	১০০.০০	১০০

যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কো-অর্ডিনেটর/ ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত প্রাতিষ্ঠানিক আবাসিক প্রশিক্ষণ:

নং	ট্রেডের নাম	মেয়াদ	ব্যাচ প্রতি প্রশিক্ষণার্থী সংখ্যা	প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	প্রশিক্ষণের ধরন	ভর্তি ফি	প্রশিক্ষণ ভাতা (দৈনিক)
ঘ)	**সমন্বিত কৃষি বিষয়কঃ**						
২৯.	গবাদিপশু, হাঁস-মুরগী পালন, প্রাথমিক চিকিৎসা, মৎস্য চাষ ও কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৩ মাস	৬০	**৬৪টি**	আবাসিক	১০০.০০	১৫০
৩০.	কৃষি ও হর্টিকালচার প্রশিক্ষণ	১ মাস	৪০	**৬৪টি**	আবাসিক	১০০.০০	১৫০
ঙ)	**পশুপালন বিষয়ক প্রশিক্ষণঃ**						
৩১.	দুগ্ধবতি গাভী পালন ও গরু মোটাতাজাকরণ	১ মাস	৪০	(স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে যেকোন ২টি বিষয়)	আবাসিক	১০০.০০	১৫০
৩২.	ছাগল, ভেড়া, মহিষ পালন এবং গবাদিপশুর প্রাথমিক চিকিৎসা	১ মাস	৪০		আবাসিক		
৩৩.	দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি উৎপাদন, বিপণন ও বাজারজাতকরণ বিষয়ক	১ মাস	৪০		আবাসিক		
চ)	**মৎস্য চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ**						
৩৪.	মৎস্য চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ (স্বাদু পানি/কোস্টাল এরিয়া)	১ মাস	৪০	**৬৪টি কেন্দ্র** (স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে যেকোন ২টি বিষয়)	আবাসিক/ অনাবাসিক	১০০.০০	১৫০(আবাসিক) ১০০ (অনাবাসিক)
৩৫.	চিংড়ি ও কাঁকড়া চাষ, বিপণন ও বাজারজাতকরণ বিষয়ক	১ মাস	৪০		আবাসিক	১০০.০০	১৫০
ছ)	**মুরগী পালন বিষয়ক**						
৩৬.	মুরগী পালন ব্যবস্থাপনা, মাংস প্রক্রিয়াজাতকরণ, বাজারজাতকরণ ও বিপণন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১ মাস	৪০		আবাসিক	১০০.০০	১৫০
৩৭.	মাশরুম ও মৌ চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১ মাস	৪০		আবাসিক	২০০.০০	১৫০
জ)	**ফুল ও ফল চাষ বিষয়ক**						
৩৮.	ফল চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১ মাস	৪০		আবাসিক	২০০.০০	১৫০
৩৯.	ফুল চাষ (জারবেরা) বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১ মাস	৪০		আবাসিক	২০০.০০	১৫০
৪০.	অর্নামেন্টাল প্লান্ট উৎপাদন, বনসাই ও ইকেবানা প্রশিক্ষণ কোর্স	১ মাস	৪০		আবাসিক	২০০.০০	১৫০
৪১.	হাইড্রোপনিক্স বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স	১ মাস	৪০		আবাসিক	২০০.০০	১৫০

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এবং পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের যৌথ উদ্যোগে প্রকল্পাধীন এলাকার ক্ষতিগ্রস্তদের আয়বর্ধণমূলক প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠানে সনদপত্র বিতরণ সভা

উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন বিষয়ে অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কোর্সসমহূ:

প্রশিক্ষণ ট্রেড	শিক্ষাগত যোগ্যতা	মেয়াদ	ভর্তি ফি	জামানত	যাতায়াত ভাতা
ক) প্রাণী সম্পদ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ					
১) পারিবারিক হাঁস-মুরগি পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	নূন্যতম ৮ম শ্রেণি	৭দিন			
২) ব্রয়লার ও ককরেল পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	৭ দিন			
৩) বাড়ন্ত মুরগি পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	৭ দিন			
৪) ছাগল পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	৭ দিন			
৫) গরু মোটাতাজাকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	৭ দিন			
৬) পারিবারিক গাভী পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	৭ দিন			
৭) পশু পাখীর খাদ্য প্রস্তুত ও বাজারজাতকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	৭ দিন			
৮) পশু-পাখীর রোগ ও ইহার প্রতিরোধ	ঐ	৭ দিন			

বিষয়ক প্রশিক্ষণ					
৯) কবুতর পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	৭ দিন			
১০) কাঁচা চামড়া সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	৭ দিন			
খ) মৎস্য সম্পদ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ			অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণে কোন ভর্তি ফি নেওয়া হয় না।	অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণে কোন জামানত নেওয়া হয় না।	জনপ্রতি দৈনিক ১০০(একশত) টাকা সাপ্তাহিক ছুটির দিন ব্যতীত)
১১) মৎস্য চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	৭ দিন			
১২) সমন্বিত মৎস্য চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	৭ দিন			
১৩) মৌসুমী মৎস্য চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	৭ দিন			
১৪)মৎস্য পোনা চাষ (ধানী পোনা)বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	৭ দিন			
১৫) মৎস্য হ্যাচারী বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	৭ দিন			
১৬) প্লাবন ভূমিতে মৎস্য চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	৭ দিন			
১৭) গলদা ও বাগদা চিংড়ি চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	৭ দিন			
১৮) শুটকী তৈরী ও সংরক্ষণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	৭ দিন			
গ) কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ		৭ দিন			
১৯) বসত বাড়ীতে সবজি চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	৭ দিন			
২০) নার্সারী বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	৭ দিন			
২১) ফুল চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	৭ দিন			
২২) ফলের চাষ (লেবু,কলা,পেঁপে ইত্যাদি) বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	৭ দিন			
২৩) কম্পোষ্ট সার তৈরী বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	৭ দিন			
২৪) গাছের কলম তৈরী বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	৭ দিন			
২৫) ঔষধি গাছের চাষাবাদ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	৭ দিন			
ঘ) বস্ত্র বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ	ঐ	৭ দিন			
২৬) ব্লক প্রিন্টিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	১৫দিন			
২৭) বাটিক প্রিন্টিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	১৫ দিন			
২৮) পোষাক তৈরী বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	১৫ দিন			
২৯) স্কীণ প্রিন্টিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	৭দিন			
৩০) স্প্রে প্রিন্টিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	৭দিন			
৩১) মনিপুরী তাঁত শিল্প বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	৭দিন			

ঙ) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ					
৩২) কাগজের ব্যাগ ও ঠোঙ্গা তৈরী বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	৭ দিন			
৩৩) বাঁশ, বেতের সামগ্রী তৈরী বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	৭ দিন			
৩৪) নকশীকাঁথা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	৭ দিন			
৩৫) কারুমোম বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	৭ দিন			
৩৬) পাটজাত পণ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	৭ দিন			
৩৭) চামড়াজাত পণ্য তৈরী বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	৭ দিন			
৩৭) চাইনিজ ও কনফেকশনারী বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	১৫ দিন			
চ) অন্যান্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ					
৩৯)রিক্সা,সাইকেল,ভ্যান মেরামত বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	৭ দিন			
৪০) ওয়েল্ডিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	৭ দিন			
৪১)ফটোগ্রাফী বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	৭ দিন			
৪২) সোলার *প্যানেল* স্থাপন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স	ঐ	৭ দিন			

বঙ্গবন্ধু যুব মেলা-২০২১ এর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ক্ষুদে নৃত্য শিল্পীদের মনোজ্ঞ পরিবেশনা

খ) ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উচ্চ মাধ্যমিক ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের শিক্ষায় শিক্ষিত আগ্রহী কর্মপ্রত্যাশী যুবক/যুব মহিলাদের জাতি গঠনমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে অস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ন্যাশনাল সার্ভিস সরকারের অগ্রাধিকার প্রাপ্ত একটি কর্মসূচি। এ যাবত এ কর্মসূচির অগ্রগতি নিম্নরূপ:

পর্ব	অর্থ বছর	উপজেলার সংখ্যা	প্রশিক্ষণ	অস্থায়ী কর্মস্থানে সংযুক্তি
১ম	২০০৯-২০১০	১৯টি	৫৬৮০১	৫৬০৫৪
২য়	২০১১-২০১২	০৮টি	১৪৫১৫	১৪৪৬৭
৩য়	২০১৪-২০১৫	১৭টি	১৬৩৪২	১৪৮০৩
৪র্থ	২০১৫-২০১৬	২০টি	২৬৩৭৬	২৬৩৭৬
৫ম	২০১৭-২০১৮	২৪টি	৩৭২৬৮	৩৭২৬৮
৬ষ্ঠ	২০১৭-২০১৮	২০টি	৫১১৯৪	৫১১৯৪
৭ম	২০১৭-২০১৮	২০টি	২৭৯৬৮	২৭৯৬৮
৮ম	২০২০-২০২১	১০	৪৮৮৩	৪৮৬৭
	সর্বমোট	১৩৮টি	২৩৫৩৪৭	২৩২৯৯৬

ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়: (কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	বরাদ্দ	ব্যয়	শতকরা হার
২০০৯-২০১০	৩৩.৫১	১৩.৫৫	৪০.৪৪%
২০১০-২০১১	১৯৯.৫৩	১৮২.৩৬	৯১.৩৯%
২০১১-২০১২	৩০৩.০৬	৩০২.৭৫	৯৯.২৬%
২০১২-২০১৩	৩১০.৭৮	২৯৯.৬৭	৯৯.৪২%
২০১৩-২০১৪	১৭৩.৬১	১৫৬.২৮	৯০.০১%
২০১৪-২০১৫	১২৯.২৩	১১৩.৩৫	৮৭.৭১%
২০১৫-২০১৬	১৪০.০০	১৩৬.৭৫	৯৭.৬৭%
২০১৬-২০১৭	২৭৯.৪৬	২৭৬.৭৫	৯৯.০৩%
২০১৭-২০১৮	৪৬৪.১৩	৩৯২.১৮	৭৭.৬৭%
২০১৮-২০১৯	৬৬৯.৬০	৬৫৭.৬৯	৯৮.২২%
২০১৯-২০২০	৬৬৩.৯৩	৬৪৯.৪৯	৯৮.৮২%
২০২০-২০২১	২৪৯.৫১	২১৪.৬০	৮৮%
২০২১-২০২২	৪৩.৭৯	২০.৮৮	৪৭.৬৮%
সর্বমোট	৩৬৬০.১৫	৩৪১৬.৩০	৯৩.৩৩%

জাতীয় যুব দিবস ২০২১ উপলক্ষ্যে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আয়োজিত যুব আত্মকর্মী, উদ্যোক্তা ও সংগঠনের সদস্যদের উৎপাদিত পণ্যের প্রদর্শনীর উদ্বোধন করছেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল এমপি। উপস্থিত আছেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব, জনাব মোঃ আখতার হোসেন ও জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম খান, মহাপরিচালক (গ্রেড-১), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

গ) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ঋণ কার্যক্রম

যুবদের সার্বিক কল্যাণে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর প্রশিক্ষিত যুবদের আয় সঞ্চারমূলক কাজে/আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিতকরণের লক্ষ্যে ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। প্রশিক্ষিত যুবরা ঋণ সহায়তা পেয়ে আর্থসামাজিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। প্রশিক্ষিত যুবদের ব্যাপকভাবে উৎপাদনমুখী কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর তিন ধরণের ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে-

১. আত্মকর্মসংস্থান ঋণ কর্মসূচি (একক ঋণ)
২. পরিবারভিত্তিক ঋণ কর্মসূচি (গ্রুপ ঋণ)
৩. যুব উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচি

১. আত্মকর্মসংস্থান ঋণ কর্মসূচি : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রশিক্ষিত যুবদের প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত বিষয়ে আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্প স্থাপনের জন্য প্রতিটি উপজেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে স্টার্টআপ ক্যাপিটাল হিসাবে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের নিজস্ব ঋণ তহবিল থেকে ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা হয়। অধিদপ্তরের যে কোন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত যুব তাদের স্ব-স্ব উপজেলা হতে ঋণ গ্রহণ করতে পারেন। প্রশিক্ষণের প্রকৃতিভেদে আত্মকর্ম ঋণ দুইরকম : প্রাতিষ্ঠানিক (জেলা হতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত) এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক (উপজেলা হতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত)। সারা দেশে ১০টি মেট্রোপলিটন ইউনিট থানা সহ ৫০০টি কার্যালয়ের মাধ্যমে এ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই ঋণের পরিমাণ প্রশিক্ষণ ও প্রকল্পভেদে চল্লিশ হাজার টাকা হতে সর্বোচ্চ দুই লক্ষ টাকা পর্যন্ত। ২ বছর থেকে ৪ বছর মেয়াদে মাসিক কিস্তিতে এই ঋণ পরিশোধ করতে হয়। এ ঋণের সার্ভিস চার্জ ৫% (ক্রমহ্রাসমান হারে)। এই কর্মসূচির আওতায় একজন ঋণীকে সর্বোচ্চ তিনবার ঋণ প্রদান করা হয়।

২. পরিবারভিত্তিক ঋণ কর্মসূচি : প্রান্তিক যুবজনগোষ্ঠি যারা পশ্চাদপদতার কারণে অধিদপ্তরের দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণ সুবিধা নিতে পারেনা, তাদেরকে তাদের অবস্থানে রেখে একই পরিবার/নিকটতম প্রতিবেশী পরিবার হতে কর্মক্ষম ৫ জনের সমন্বয়ে একটি দল গঠন করা হয়, এরূপ ৭-১০ টি দল নিয়ে একটি কেন্দ্র গঠন করা হয়। কেন্দ্রের প্রতি সদস্যকে আয় সঞ্চারমূলক কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত হতে ঋণ প্রদান করা হয়। কেন্দ্রের প্রত্যেক সদস্যকে ৫ দিনের (২০ ঘন্টার) ঋণ ব্যবহার এবং বিভিন্ন সামাজিক ইস্যুতে সচেতনতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সারাদেশে ৩৫০টি উপজেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ প্রক্রিয়ায় গ্রুপের প্রতি সদস্যকে আয় সঞ্চারমূলক কাজে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে বারো হাজার হতে বিশ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা হয়। ১ বছর মেয়াদে সাপ্তাহিক কিস্তিতে এই ঋণ পরিশোধ করতে হয়। এ ঋণের সার্ভিস চার্জ ৫% (ক্রমহ্রাসমান হারে)। এই কর্মসূচির আওতায় একজন ঋণীকে সর্বোচ্চ তিনবার ঋণ প্রদান করা হয়।

৩. যুব উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচি : এ কর্মসূচির মাধ্যমে অধিদপ্তরের কর্মপ্রচেষ্টায় সৃষ্ট একজন আত্মকর্মীকে উদ্যোক্তায় উপনীত করার লক্ষ্যে সর্বোচ্চ ৩.৫০ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়। প্রাথমিকভাবে ৮টি বিভাগীয় জেলায় সীমিত আকারে " যুব উদ্যোক্তা উন্নয়ন ঋণ " নামে এই ঋণ কর্মসূচি শুরু করা হয়েছে। ১০ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে একযোগে প্রতিটি বিভাগীয় জেলায় এ কর্মসূচি শুরু করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ৮৭ জনকে ২.৮৬ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

টেবিল-১ : ঋণ তহবিল সংক্রান্ত তথ্য

কর্মসূচি	মূলধন ঋণ তহবিল	প্রবৃদ্ধি	মোট ঋণ তহবিল
আত্মকর্মসংস্থান ঋণ কর্মসূচি	(লক্ষ টাকা)	(লক্ষ টাকা)	(লক্ষ টাকা)
পরিবারভিত্তিক ঋণ কর্মসূচি	১১৭০৮.৯০	২০৩০৯.৭৭	৩২০১৮.৬৭
যুব উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচি	৪৫৫৭.৯৩	৭২৬৮.৩৮	১১৮২৬.৩১
মোট	৪০০.০০	৩০.৮৮	৪৩০.৮৮

টেবিল -২: ২০২১-২২ অর্থবছরে বিভাগওয়ারী ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জনের তথ্য

বিভাগ	ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা	বিতরণের অগ্রগতি	হার
ঢাকা	৬৬০৬	৮২৯৯	১২৬%
ময়মনসিংহ	২৫৭৯	৩৪৪৪	১৩৪%
রাজশাহী	৪৭৩০	৭০৪১	১৪৯%
রংপুর	৪০২২	৪৫৪৫	১১৩%
খুলনা	৪৬৮৬	৭৩৭৪	১৫৭%
বরিশাল	৩০৭২	৩৭৪৮	১২২%
সিলেট	১২৯৫	১৭৭৬	১৩৭%
চট্রগ্রাম	৬০১০	৭৪৭৯	১২৪%
মোট =	৩৩০০০	৪৩৭০৬	১৩২%

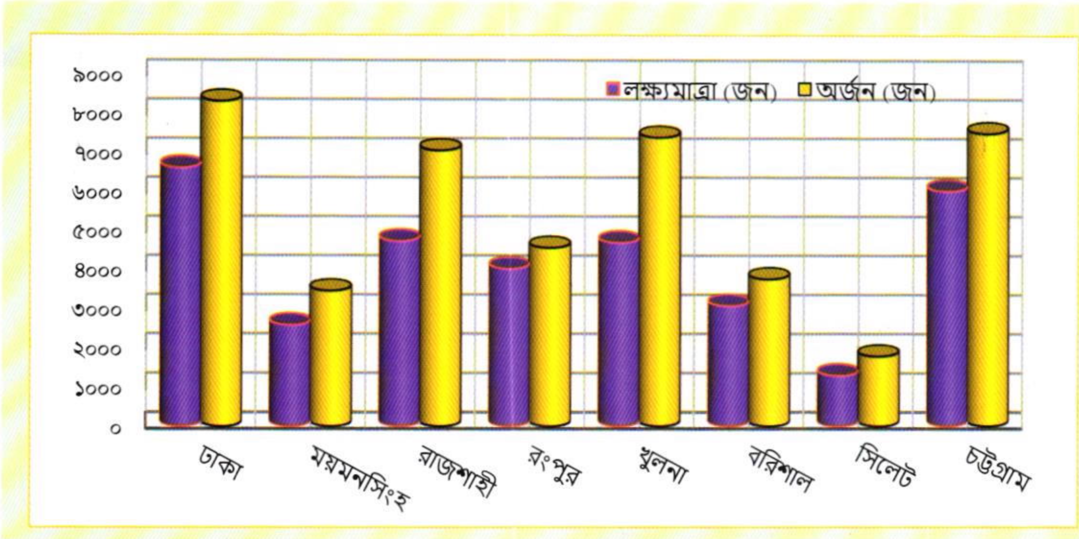

গ্রাফ-১.১: ২০২১-২২ অর্থবছরে বিভাগওয়ারী ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন

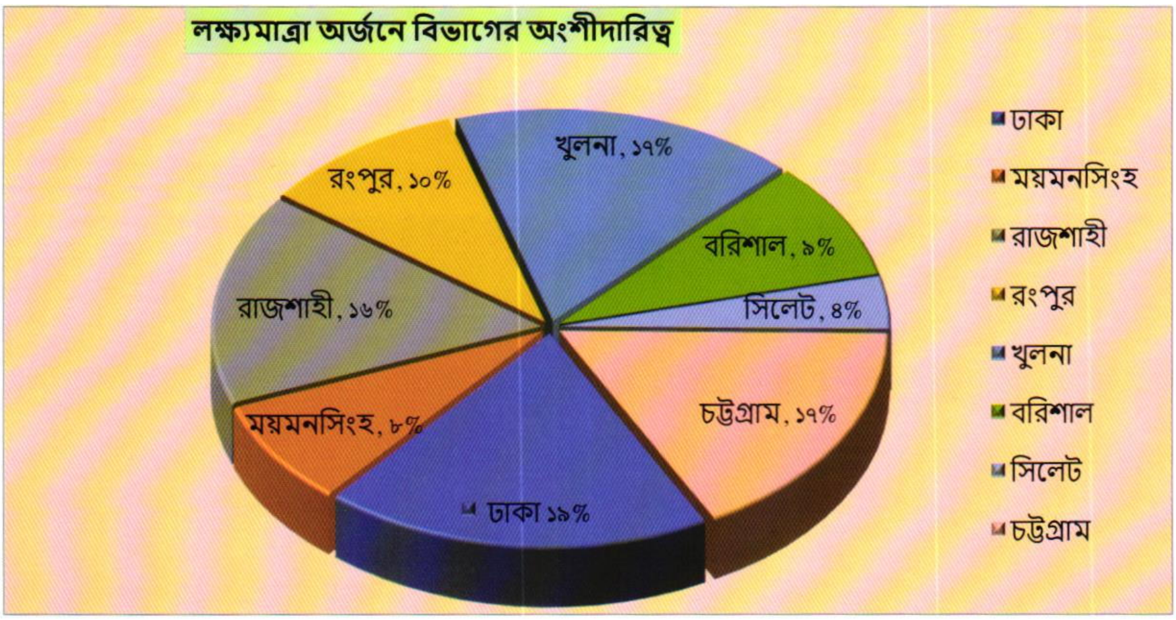

গ্রাফ-১.২ : ২০২১-২২ অর্থবছরে বিভাগওয়ারী ঋণ বিতরণের বিভাগওয়ারী অংশীদারিত্ব

- **টেবিল -৩: ২০২১-২২ অর্থবছরে কর্মসূচিভিত্তিক ঋণ বিতরণের তথ্য**

কর্মসূচি	ঋণ গ্রহীতা			বিতরণকৃত টাকার পরিমাণ
	যুবক	যুব-নারী	মোট	
আত্মকর্মসংস্থান ঋণ কর্মসূচি	১৩৫১৮	১১০৬০	২৪৫৭৮	১২০৩৪.৩৬
পরিবারভিত্তিক ঋণ কর্মসূচি	৯৯৪৭	৯১৮১	১৯১২৮	২৮৭১.১৫
যুব উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচি	৫৫	৩২	৮৭	১৯৩.১৫
মোট	২৩৫২০	২০২৭৩	৪৩৭৯৩	১৫০৯৮.৬৬

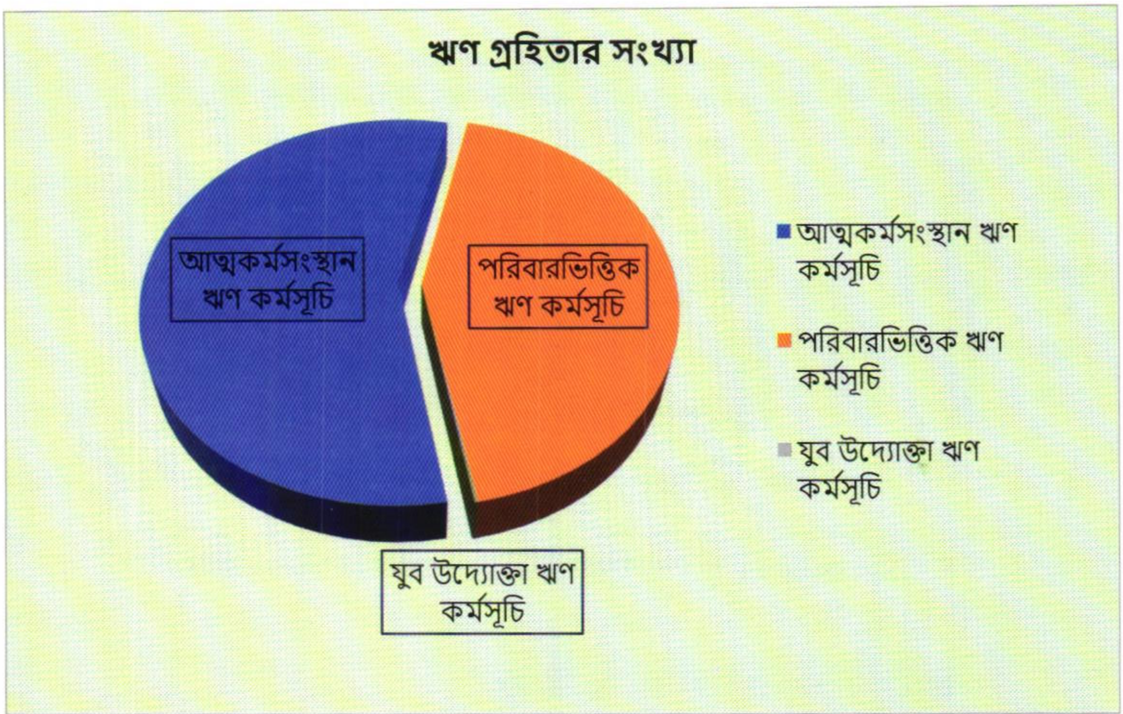

গ্রাফ-২ : ২০২১-২২ অর্থবছরে কর্মসূচিভিত্তিক ঋণ বিতরণ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ৪৬তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবসে দিনাজপুর জেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে যুব ঋণের চেক বিতরণ করছেন জাতীয় সংসদের মাননীয় হুইপ জনাব ইকবালুর রহিম এমপি। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন দিনাজপুর জেলার জেলা প্রশাসক জনাব খালেদ মোহাম্মদ জাকি

শেখ রাসেল দিবস ২০২১ উদযাপন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও কেক কেটে জন্ম দিন উদযাপন। উপস্থিত আছেন প্রধান অতিথি জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বিশেষ অতিথি জনাব মোঃ আখতার হোসেন, সিনিয়র সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম খান, মহাপরিচালক (গ্রেড-১), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

টেবিল-৪ : ঋণ আদায়ের তথ্য (লক্ষ টাকা)

বিবরণ	আত্মকর্মসংস্থান ঋণ কর্মসূচি		পরিবারভিত্তিক ঋণ কর্মসূচি		যুব উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচি		সকল কর্মসূচি	
	চলমান মাস (জুন,২২)	ক্রমপুঞ্জিত	চলমান মাস (জুন,২২)	ক্রমপুঞ্জিত	চলমান মাস (জুন,২২)	ক্রমপুঞ্জিত	চলমান মাস (জুন,২২)	ক্রমপুঞ্জিত
আদায়যোগ্য ঋণ	৯৪৬.৪৮	১৩২৪২৬.৩০	২৬১.৭০	৭৫২৮৩.০৬	৬.৩৪	৭৭.২২	১২১৪.৫২	২০৭৭৮৬.৫৮
আদায়কৃত ঋণ	৮৬৭.৯০	১২৪৯৫৮.১৩	২৩৬.৬৭	৭২৭৯৮.৫৩	৫.৬৫	৭১.৩৩	১১১০.২২	১৯৭৮২৭.৯৯
আদায়ের	৯১.৭০%	৯৪.৩৬%	৯০.৪৪%	৯৬.৭০%	৮৯.১১%	৯২.৩৭%	৯১.৪১%	৯৫.২১%

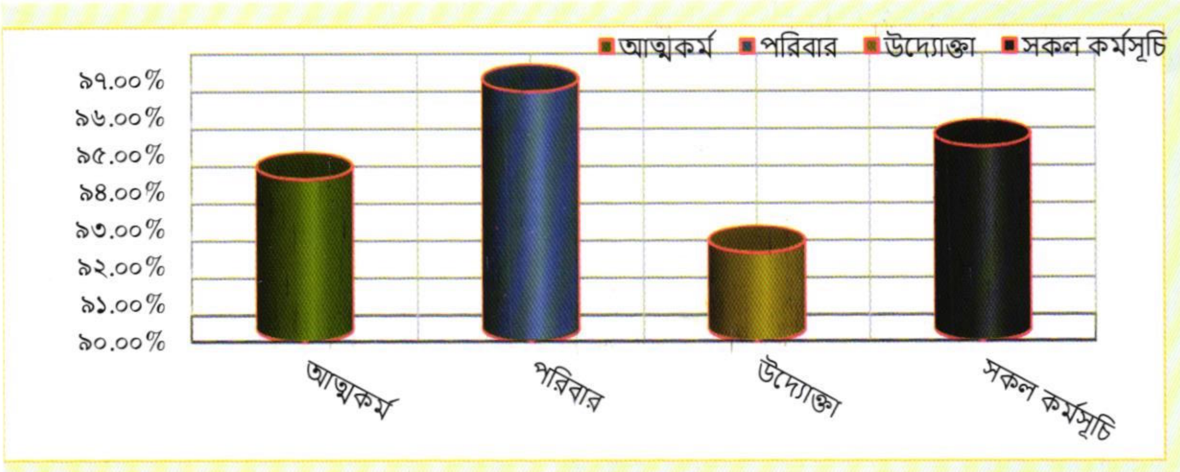

গ্রাফ-৩: কর্মসূচিওয়ারী ক্রমপুঞ্জিত ঋণ আদায়ের হার

- **টেবিল-৫: বর্তমান সরকারের মেয়াদে (২০০৯-১০ অর্থবছর হতে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত) ঋণ বিতরণের তথ্য**

অর্থবছর	লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
	জন	টাকা(লক্ষ)	জন	টাকা(লক্ষ)
২০০৯-২০১০	৩৫৪০০	১০৫৮৬.৯৭	১৭৩০৬	৬১০৯.৯৬
২০১০-২০১১	৩৫৬০০	১৩৫৯৭.২০	৪৪১৯৯	৭০১২.৫৯
২০১১-২০১২	৩৫৮০০	১২০০৪.৮০	৪০৯৪৩	৮৪১৭.০৫
২০১২-২০১৩	৩৬০০০	১১৮৯৩.৮০	৩৭৫০৪	৯০৭৮.৯৮
২০১৩-২০১৪	৩৬২০০	৯২০০.০০	৩৪১২১	৮৮৮৪.৪৫
২০১৪-২০১৫	৩৬৪০০	১০৫০০.০০	৩৭৯৪২	৯৭৩৪.৪৮
২০১৫-২০১৬	৩৬৬০০	১০৬০০.০০	৩৪১০৫	১০২৬৪.৭২
২০১৬-২০১৭	৩৬৭০০	১০৬৪৯.৬৮	৪৩৯৩৪	১২১৯৭.২০
২০১৭-২০১৮	৩৭৮০০	১০৭০০.০০	৪৪৪৯১	১৩৮৮১.৪৩
২০১৮-২০১৯	৩৮০০০	১১৫০০.০০	৪৫৬৬৯	১৪২৯৪.৩৩
২০১৯-২০২০	৩৮১০০	১১৮০০.০০	৩২০৪৮	১১৪৯৩.৯৭
২০২০-২০২১	৩০৮০০	৯৯০০.০০	৩৯০৯৯	১৩৩২১.৬২
২০২১-২০২২	৩৩০০০	১১২০০.০০	৪৩৭০৬	১৪৩৬৮.০০
মোট =	৪৬৬৪০০	১৪৪১৩২.৪৫	৪৯৫০৭১	১৩৯০৫৮.৭৮

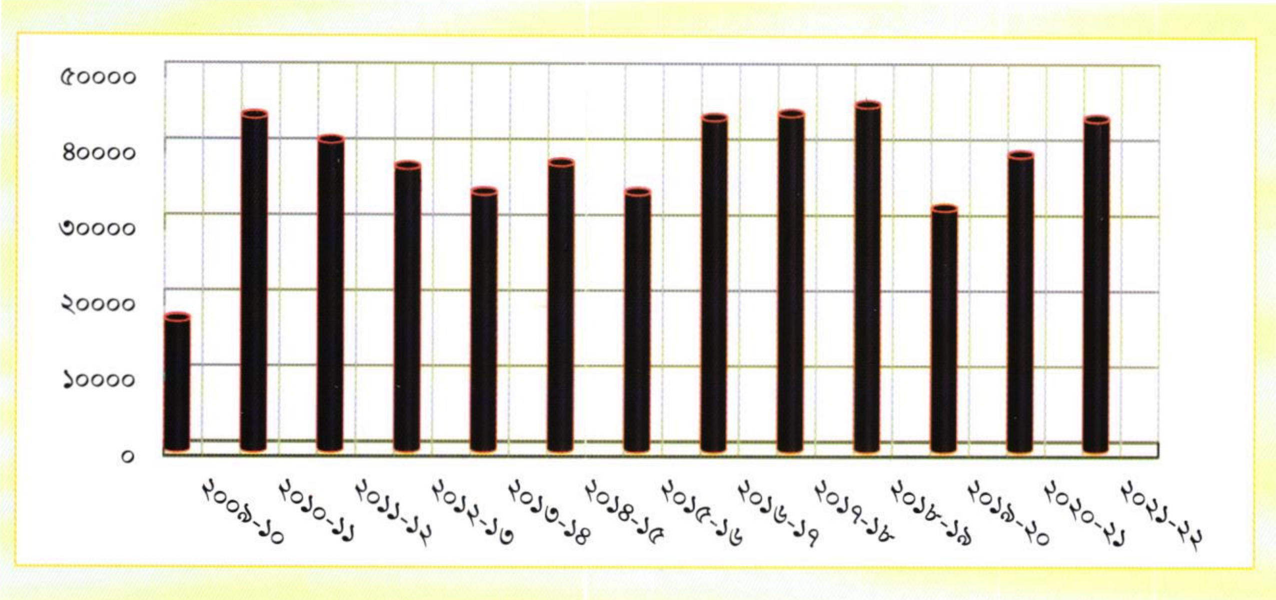

গ্রাফ-৪: অর্থবছরওয়ারি ঋণ বিতরণ সংখ্যা

- **ঋণ কার্যক্রমের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ঃ**

ঋণ কার্যক্রমের স্বচ্ছতা, জবাবদিহীতা নিশ্চিত করা এবং সুষ্ঠুভাবে উপজেলা পর্যায়ে ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা সম্পাদন করা হয়।

টেবিল- ৬. ২০২১-২২ অর্থবছরে সম্পাদিত নিরীক্ষার সংখ্যা

সম্পাদিত নিরীক্ষার সংখ্যা	জেলার নাম	উপজেলার নাম
১৩টি	কক্সবাজার	মহেশখালী
	কুড়িগ্রাম	উলিপুর
	বগুড়া	সোনাতলা
	বাগেরহাট	মংলা
	ঝিনাইদহ	হরিণাকুন্ড
	ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ সদর
	সিরাজগঞ্জ	রায়গঞ্জ
	যশোর	শার্শা
	লালমানিরহাট	হাতিবান্ধা
	লালমানিরহাট	কালীগঞ্জ
	পঞ্চগড়	দেবীগঞ্জ
	পঞ্চগড়	তেঁতুলিয়া
	নীলফামারী	ডোমার

ঋণ কার্যক্রমের তথ্য সংরক্ষণ :

ঋণ কার্যক্রমের শুরু থেকে তথ্য সংরক্ষণ এবং তা হালনাগাদ রাখার লক্ষ্যে প্রতিটি উপজেলার কর্মসূচিওয়ারী ঋণের তথ্য নির্ধারিত ফরমেটে (অডিট ফরম) পূরণ করে তা সংরক্ষণ এবং প্রতি ছয়মাস অন্তর তা হালনাগাদ করে সকল ঋণীর তথ্য সংরক্ষণ করা হচ্ছে। এর ফলে স্বল্প সময়ে কোন উপজেলার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ঋণ কার্যক্রমের নিরীক্ষা সম্পাদন করা সম্ভব হচ্ছে, ঋণ প্রতিবেদনে কোন তথ্য গোপন করলে তা নির্ধারণ করা সম্ভব হচ্ছে, প্রতি উপজেলার প্রকৃত খেলাপী ঋণের পরিমাণ নির্ধারণ এবং খেলাপী ঋণ আদায়ে সংশ্লিষ্ট উপজেলার তৎপরতা নির্ধারণ করা সম্ভব হচ্ছে,ক্ষুদ্রঋণ কার্য-নির্দেশিকার শর্ত ভঙ্গ করে একই ব্যক্তিকে তিনবারে অধিক ঋণ প্রদানের বিষয়টি চিহ্নিত করা সম্ভব হচ্ছে, সর্বোপরি ঋণ কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহীতা নির্ধারণের জন্য তথ্যের উৎস ভান্ডার প্রস্তুত হয়েছে।

প্রশিক্ষিত যুবদের অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ সহায়তা প্রদান:

বিদ্যমান সম্পদ ও জনবল দিয়ে প্রতিবছর প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত যুবদের (৩,০০,০০০ জন) মধ্য হতে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের নিজস্ব ঋণ তহবিল হতে ৪০ হাজার জন অর্থাৎ ১৩% যুবকে ঋণ সুবিধা প্রদান করা যায়। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ঋণের সিলিং ৪০ হাজার থেকে ২ লক্ষ টাকা, যা দ্বারা বর্তমানে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় না। এছাড়াও ঋণের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও তিন দফার পরে কোন যুবকে ঋণ প্রদানের সুযোগ থাকে না। প্রশিক্ষিত যুবদের মধ্যে যারা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ঋণ সুবিধার বাইরে থেকে যায় অথবা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে অল্প পরিমাণ ঋণ নিয়ে যারা পুঁজির অভাবে সুষ্ঠুভাবে প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে পারছে না, তাদেরকে ঋণ সহয়তা প্রদানের জন্য কর্মসংস্থান ব্যাংক এবং এনআরবিসি ব্যাংক লিঃ-এর সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

কর্মসংস্থান ব্যাংক:

কর্মসংস্থান ব্যাংকের সাথে ২০২০ সনের মার্চ মাসে " বঙ্গবন্ধু যুব ঋণ " কর্মসূচি থেকে প্রশিক্ষিত যুবদের ঋণ সহায়তা প্রদানের জন্য সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। সমঝোতা স্মারকে কর্মসংস্থান ব্যাংক থেকে প্রতি বছর ৩০ হাজার প্রশিক্ষিত যুবকে ঋণ প্রদানের বিষয় উল্লেখ রয়েছ। বিনা জামানতে এ ব্যাংক থেকে প্রশিক্ষিত যুবদের ঋণ প্রদান করা হয়। ঋণের পরিমাণ ২০ হাজার টাকা থেকে ৫ লক্ষ টাকা, ঋণ পরিশোধের মেয়াদ সর্বোচ্চ ৫ বছর, সার্ভিস চার্জ ৯%। এ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু যুব ঋণ কর্মসূচি থেকে ২৩,৭২৭ জনকে ৩৫৭.১১ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে।

এনআরবিসি ব্যাংক লিমিটেড ঃ

এনআরবিসি ব্যাংক লিমিটেড এর সাথে ২০২২ সনের জানুয়ারি মাসে " এনআরবিসি সুখি বাংলা " ঋণ কর্মসূচি থেকে প্রশিক্ষিত যুবদের ঋণ সহায়তা প্রদানের জন্য সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। এনআরবিসি ব্যাংক থেকে প্রতি বছর ৫০ হাজার প্রশিক্ষিত যুবকে ঋণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। বিনা জামানতে এ ব্যাংক থেকে প্রশিক্ষিত যুবদের ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। ঋণের পরিমাণ ৫০ হাজার টাকা থেকে ১০.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত, ঋণ পরিশোধের মেয়াদ সর্বোচ্চ ৫ বছর, সার্ভিস চার্জ ৪% থেকে ৯%। এনআরবিসি ব্যাংক থেকে জুন ২০২২ পর্যন্ত ৭৩ জন যুব উদ্যোক্তাকে ২.১০ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে।

ঘ) আত্মকর্মসংস্থান সৃজন

প্রশিক্ষিত যুবদের প্রশিক্ষণোত্তর স্ব-স্ব প্রশিক্ষণ বিষয়ে কাজে নিয়োজিত করার জন্য অধিদপ্তরের নিজস্ব ঋণ সুবিধার পাশাপাশি পরিবার হতে অর্থের সংস্থান করা, কর্মসংস্থান ব্যাংকসহ অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে সহায়তা প্রাপ্তিতে অব্যাহত সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে। এর ফলে প্রশিক্ষিত যুবগণ নিজেই নিজের কাজ তৈরীর ব্যবস্থা করছে এবং পরোক্ষভাবে তার প্রকল্পে একাধিক যুবকের কর্মসংস্থান তৈরী করছে। প্রকল্পে উৎপাদিত পণ্য ও সেবা জাতীয় প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখছে।

- অধিদপ্তরের শুরু থেকে জুন'২০২২ পর্যন্ত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত যুবদের মধ্যে ২৩,৩২,৪৪১ জন যুব আত্মকর্মীতে পরিণত করা হয়েছে।
- ২০২১-২২ অর্থবছরের আত্মকর্ম সৃজনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৪৮,০০০ জন, জুন ' ২০২২ পর্যন্ত অর্জিত হয়েছে ৪৮,১০৪ জন।

টেবিল-৭: বর্তমান সরকারের মেয়াদে (২০০৯-১০ অর্থবছর হতে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত) আত্মকর্মসংস্থান সৃজনের তথ্য

অর্থবছর	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
২০০৯-২০১০	৬৩০০০	৬১৫২০
২০১০-২০১১	৬৪০০০	৬৩১২২
২০১১-২০১২	৬৫০০০	৬৫৩২৩
২০১২-২০১৩	৬৫০০০	৬৯৯৮১
২০১৩-২০১৪	৬৫০০০	৪২৯৮৪
২০১৪-২০১৫	৬৮০০০	৬১০১৮
২০১৫-২০১৬	৬৮০০০	৬৮০১৮
২০১৬-২০১৭	৬৯০০০	৮৩১৮৪
২০১৭-২০১৮	৭০০০০	৭৪৭৪৩
২০১৮-২০১৯	৬০০০০	৬০১২৮
২০১৯-২০২০	৫২০০০	৪৬৬৬৫
২০২০-২০২১	৪১৭৬০	৪৫৫২০
২০২১-২০২২	৪৮০০০	৪৮১০৮
মোট =	৭৯৮৭৬০	৭৯০৩১৪

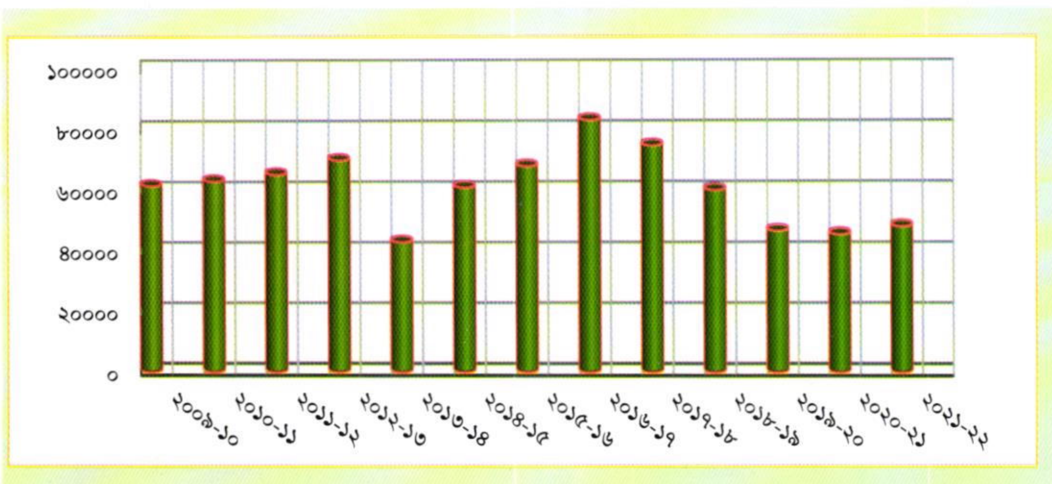

গ্রাফ-৩: অর্থবছরওয়ারী আত্মকর্মীর সংখ্যা

- **ঋণ ও আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন বিষয়ক বিভাগীয় কর্মশালা :**

প্রতিবছর বিভাগওয়ারী প্রতিটি উপজেলা কার্যালয়ে বাস্তবায়িত ঋণ ও আত্মকর্মসৃজন কার্যক্রম মূল্যায়নের জন্য কর্মশালা করা হয়। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী জেলার উপপরিচালক, সহকারি পরিচালক এবং জেলাধীন উপজেলার সকল উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। প্রতিটি কর্মশালায় চলমান বছরের ঋণ বিতরণ, আদায় এবং খেলাপীভিত্তিতে ঋণ কার্যক্রম মূল্যায়ন করা হয়, ঋণ নীতিমালা যথাযথ বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্টদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়, ঋণ নীতিমালায় সংযোজন ও বিয়োজন বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণ করা হয়।

- টেবিল - ৮ : ২০২১-২২ অর্থবছরে ঋণ ও আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন বিষয়ক বিভাগীয় কর্মশালার তথ্য

বিভাগ ও কর্মশালার ভেন্যু	অংশগ্রহণকারী	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
ঢাকা বিভাগীয় কর্মশালা- আঞ্চলিক মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা	ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী, গাজীপুর, মুন্সীগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, ফরিদপুর, শরিয়তপুর, মাদারীপুর রাজবড়ী ও গোপালগঞ্জ জেলা এবং জেলাধীন সকল উপজেলার কর্মকর্তা	৮৪ জন
রাজশাহী বিভাগীয় কর্মশালা- বগুড়া অঞ্চলিক যুব কেন্দ্র, বগুড়া	রাজশাহী, চাপাইনবাবগঞ্জ, নাটোর, নওগাঁ, বগুড়া, জয়পুরহাট, পাবনা ও সিরাজগঞ্জ জেলা এবং জেলাধীন সকল উপজেলার কর্মকর্তা	৭৯ জন
রংপুর বিভাগীয় কর্মশালা- যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নীলফামারী	রংপুর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, গাইবান্ধা, নীলফামারী, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড় জেলা এবং জেলাধীন সকল উপজেলার কর্মকর্তা	৭১ জন
ময়মনসিংহ বিভাগীয় কর্মশালা- যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, শেরপুর	ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা, শেরপুর, জামালপুর, টাঙ্গাইল ও কিশোরগঞ্জ জেলা এবং জেলাধীন সকল উপজেলার কর্মকর্তা	৬৮ জন

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, শেরপুর কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম খান , মহাপরিচালক (গ্রেড-১), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

▪ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ঋণ কার্যক্রমকে ডিজিটালাইজড করার লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম:

ক. কার্যক্রমের ই-সার্ভিস:

প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত যুবগণ প্রশিক্ষণোত্তর ঋণের প্রত্যাশায় উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিসে একাধিকবার যাতায়াত করে অর্থ ও সময়ের অপচয় করেন। তাদের এ ভোগান্তি দূর করার জন্য ঋণ কার্যক্রমের ই-সার্ভিস কার্যক্রমের প্রবর্তন করা হয়। এছাড়াও সরকারি সেবাকে পূর্ণাঙ্গ ডিজিটালাইজ করার পদক্ষেপ হিসেবে প্রতিটি দপ্তর সংস্থার উল্লেখযোগ্য সেবাকে ই-সার্ভিসে রূপান্তরের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে এই কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে একজন প্রশিক্ষিত যুব অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটে ঋণ সেবা বক্সে প্রবেশ করে (dyd.gov.bd) তার নিজস্ব ডিভাইস (কম্পিউটার, ল্যাপটপ, এ্যানড্রয়েড মোবাইল) অথবা ইউডিসি হতে ঋণের আবেদন করতে পারেন। আবেদনকারীকে এ প্রক্রিয়ায় তার ঋণ পাওয়া বা না-পাওয়ার বিষয়ে অবহিত করা হয়। ঋণ প্রদানের সমুদয় প্রক্রিয়া ইলেক্ট্রনিক ডিভাইসের মাধ্যমে সম্পন্ন করে তাকে চেক গ্রহণের জন্য উপজেলা কার্যালয়ে নির্ধারিত সময়ে একদিন মাত্র আসতে বলা হয়। এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য একটি সফটওয়্যার প্রস্তুত করে বিসিসি'র সার্ভারে আপলোড করা হয়েছে এবং অধিদপ্তরের ওয়েবপোর্টালের লিংক দেওয়া হয়েছে। এ সিস্টেমে ঋণ আবেদন, ঋণ অনুমোদন এবং বিতরণ প্রক্রিয়া ইলেক্ট্রনিক ডিভাইসে সম্পন্ন করা হয় তবে ঋণের চেক ম্যানুয়ালী বিতরণ করা হয়। ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত মানিকগঞ্জ, কুষ্টিয়া, মাদারীপুর, মেহেরপুর, নড়াইল, রাজবাড়ি, বরগুণা এবং ঠাকুরগাঁও জেলার সকল উপজেলায় ঋণ কার্যক্রমের ই-সর্ভিস বাস্তবায়ন করা করা হয়েছে।

খ. মোবাইল ব্যাংকের মাধ্যমে ঋণের কিস্তি আদায় কার্যক্রম:

ঋণ সেবাগ্রহীতাদের কিস্তি পরিশোধে সুবিধা বৃদ্ধি অর্থাৎ অর্থ, সময় ও যাতায়াত সাশ্রয় ও যুবদের একটি আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার সাথে যুক্ত করা এবং কার্যক্রমে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য যুব ঋণের কিস্তি মোবাইল ব্যাংকের মাধ্যমে আদায়ের জন্য এই কর্মসূচি প্রবর্তন করা হয়। ঋণ গ্রহীতাগণ এই প্রক্রিয়ায় তাদের কিস্তির টাকা যে কোন সময়ে নিজ অবস্থান থেকেই যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের নির্ধারিত হিসাবে জমা করতে পারেন। ডাচ-বাংলা মোবাইল ব্যাংক (রকেট)-এর মাধ্যমে মোবাইল ব্যাংকের মাধ্যমে ঋণের কিস্তি আদায় কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত ঢাকা, গাজীপুর, শেরপুর, জামালপুর, সাতক্ষীরা, ঝিনাইদহ, বাগেরহাট, কুমিল্লা, নোয়াখালী, ফেণী, বগুড়া, জয়পুরহাট, নওগাঁ, নীলফামারী, সিলেট, বরিশাল ও পটুয়াখালী ও দিনাজপুর মোট ১৮ জেলার সকল উপজেলায় এ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

গ. ঋণ কার্যক্রমের ই-রিপোর্টিং কার্যক্রম:

এ প্রক্রিয়ায় প্রতিটি উপজেলার সকল ঋণীর তথ্যের ইলেক্ট্রনিক ডাটাবেজ তৈরী এবং হালনাগাদকৃত ডাটাবেজ হতে উপজেলা, জেলা এবং কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের মাসিক প্রতিবেদন স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রস্তুত হয়। এ সিস্টেম ব্যবহারের ফলে প্রতিবেদন প্রস্তুতিতে সময়, শ্রম ও অর্থের ব্যাপক সাশ্রয় হয় এবং প্রতিবেদনের সঠিকতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত হয়। এ সিস্টেমের মাধ্যমেও অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটে প্রবেশ করে (dyd.gov.bd) একজন প্রশিক্ষিত যুব তার নিজ অবস্থান হতে ঋণের আবেদন করতে পারেন এবং ঋণের প্রাপ্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারেন। এ পদ্ধতিতে সংযুক্ত ইলেকট্রনিক পাশবই এর মাধ্যমে ঋণ গ্রহীতাগণ স্ব-স্ব অবস্থান হতে ইলেক্ট্রনিক্যালী তার কিস্তি পরিশোধের স্ট্যাটাস জানতে পারেন। অর্থাৎ এ প্রক্রিয়ায় একজন সেবা প্রত্যাশী শুধুমাত্র আবেদন প্রেরণ এবং প্রাপ্যতা সম্পর্কে অবহিত হতে পারেন। এ সিস্টেমের মাধ্যমে কার্যক্রমের ব্যবস্থাপকগণ উপজেলার চলমান, খেলাপী, পরিশোধিত, সকল ঋণের সমন্বিত বা একক ঋণের তথ্যাদি সহজে পেতে পারেন, ফলে ঋণ কার্যক্রম তদারকী এবং ব্যবস্থাপনা যথেষ্ট সহজতর হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত ১৬ জেলার ১৩৯ উপজেলায় এ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

২০২১-২২ অর্থবছরে দারিদ্র্য বিমোচন ও ঋণ শাখার তত্ত্বাবধানে ই-গর্ভর্ন্যান্স এবং উদ্ভাবন কার্যক্রম বাস্তবায়ন:

ক. উদ্ভাবন ধারণা বাস্তবায়ন:

২০২১-২২ অর্থবছরে গাজীপুর সদর উপজেলার পূর্ব জাঝর গ্রামে আয়বর্ধক কর্মসূচির মাধ্যমে যুবনারী " স্বনির্ভরকরণ ও নারীর ক্ষমতায়ন " শিরোনামে নতুন একটি উদ্ভাবন ধারণা বাস্তবায়ন করা হয়েছে। জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত যুব-নারী জনাব মনোয়ারা আক্তার স্বর্ণার সহযোগিতায় উক্ত গ্রামের সকল কর্মক্ষম যুব-নারীকে আয়বর্ধক কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত করে স্বনির্ভর করার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। কর্ম এলাকার ৫০০টি পরিবারের জরিপের মাধ্যমে একটি ডাটাবেইজ তৈরী করে ৪৩৮ যুবনারীকে স্বনির্ভর করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় এবং প্রাথমিকভাবে ১৯৫ জন নারীকে ৭টি ট্রেডে (কুটির শিল্প, মৌচাষ ও মধু প্রক্রিয়াকরণ, কবুতর পালন, বিউটিশিয়ান, সেলাই, ব্লক ও বাটিক, কম্পিউটার ও গাভীপালন) প্রশিক্ষণ প্রদান করে স্ব-স্ব ট্রেডে আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্বনির্ভর করা হয়েছে। বর্তমানে কর্ম-এলাকায় যুবনারীগণ মাসিক ১০ হাজার হতে ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত আয় করছেন।

খ. সেবা সহজীকরণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন:

যুব ঋণের মাসিক প্রতিবেদন সহজীকরণ " শিরোনামে ২০২১-২২ অর্থবছরে অধিদপ্তরের সেবা সহজীকরণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। কার্যক্রম বাস্তবায়নের পূর্বে ৯ পাতার একটি বিশাল প্রতিবেদনে উপজেলা কার্যালয় থেকে প্রতিবেদন প্রেরণ করা হতো। এতে অনেক অপ্রয়োজনীয় এবং অতিরিক্ত তথ্য সংযোজিত ছিল। সেবা সহজীকরণের কার্যক্রম হিসেবে উক্ত প্রতিবেদনের ধাপ কমিয়ে এবং প্রয়োজনীয় তথ্য সম্বলিত ২ পাতার একটি সহজ প্রতিবেদন তৈরী করা হয়েছে। সেবা সহজীকরণের এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে এ ক্ষেত্রে সময়, খরচ এবং যাতায়াত (TCV) কমেছে। সকল উপজেলা থেকে বর্তমানে এই ফরমেটে ঋণের মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ করা হচ্ছে।

গ. সেবা ডিজিটাইজেশন:

২০২১-২২ অর্থবছরে সেবা ডিজিটাইজেশন কার্যক্রম হিসেবে " ঋণের ডিজিটাল পাসবই " নামে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। অধিদপ্তরের ঋণ কার্যক্রমের সফটওয়্যারের সাথে এই ডিজিটাল পাসবই সংযুক্ত রয়েছে। এর মাধ্যমে একজন ঋণ গ্রহীতা তার ঋণের পরিশোধের হালনাগাদ অবস্থা ডিজিটাল ডিভাইসের মাধ্যমে (মোবাইল, ল্যাপটপ ইত্যাদি) যে কোন স্থান হতে যে কোন সময়ে দেখতে পারেন। এতে ঋণ আদায়ে স্বচ্ছতা নিশ্চিত হয়েছে। প্রাথমিক ভাবে সাতক্ষীরা সদর এবং খুলনার রূপসা উপজেলায় এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

ঘ. ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রশিক্ষণ আয়োজন:

অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সেবা সহজীকরণ, সেবা ডিজিটাইজেশন এবং উদ্ভাবন সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রতি ব্যাচে ৩০ জন করে ৪টি ব্যাচে ১২০ জন কর্মকর্তাকে (উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা এবং সহকারি উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ৪৬তম শাহাদত বার্ষিকীতে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে অনুষ্ঠিত খতমে কোরআন ও দোয়া মাহফিল

বঙ্গবন্ধু যুবমেলা ২০২১ এ সফল আত্মকর্মী যুব'র স্টল পরিদর্শন করছেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এবং মাননীয় যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল এমপি

ঙ) কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রঃ

অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের পেশাগত মান উন্নয়ন এবং দক্ষতাবৃদ্ধির লক্ষ্যে ঢাকার অদূরে সাভারে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের পশ্চিম পার্শ্বে ব্যাংক টাউনে ৫.৫৫ একর জমির উপর ১৯৯২ সালে কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
শুরু থেকে জুন, ২০২২ পর্যন্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারি প্রশিক্ষণ	২০৩৮০জন	১৯৯৬৪ জন
শুরু থেকে জুন, ২০২২ পর্যন্ত আয়োজিত কর্মশালা/সেমিনার	২৭ টি	২৭ টি
২০২১-২০২২ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণ	৭৬৫ জন	৭৮৮ জন

চ) আঞ্চলিক মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রঃ

মাঠ পর্যায়ে ঋণ গ্রহিতা সদস্যদের নেতৃত্ব বিকাশ, ঋণ ব্যবস্থাপনা, ঋণ ব্যবহার, স্বাস্থ্য পরিচর্যা বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঢাকার অদূরে সাভার, সিলেট, রাজশাহী ও যশোরে কম-বেশি ৩.০০ একর জমির উপর ১৯৯২ সালে ৪টি আঞ্চলিক মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
২০২০-২০২১ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণ	--	---
ক্রমপুঞ্জিত প্রশিক্ষণ	১১৪৯০জন	১০৫৮১জন

বগুড়া আঞ্চলিক যুব কেন্দ্র এবং কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের মাধ্যমে পরিচালিত যুব সংগঠকদের জন্যে প্রশিক্ষণ কোর্স সমূহঃ

১. গার্মেন্টস ফিটিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ ২. ট্যুরিস্ট গাইড বিষয়ক প্রশিক্ষণ ৩. বাসের সুপার ভাইজার বিষয়ক প্রশিক্ষণ ৪. ক্যাটারিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ ৫. সেলাই এন্ড গার্মেন্টস বিষয়ক প্রশিক্ষণ ৬. বাটিক ও ব্লক প্রিন্টিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ ৭. যুব সংগঠন ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ৮. সমাজ ও গোষ্ঠি উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ ৯.যুবকর্ম ও যুব ক্ষমতায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ ১০. ডিজিটাল বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগ এবং যুবদের সুবিধা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ১১. নেতৃত্ব বিকাশ ও যুব সংগঠন ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ১২. ট্যুরিষ্ট গাইড ও পর্যটন ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ১৩. অটিজম, ডিজএবিলিটি এবং যুবদের দায়িত্ব বিষয়ক প্রশিক্ষণ ১৪. ক্ষুদ্র ব্যবসা এবং উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ ১৫. কমিউনিকেটিভ ইংলিশ বিষয়ক প্রশিক্ষণ ১৬. অনলাইন আর্নিং (এসইও, গ্রাফিক্স ডিজাইন, ওয়েব ডেভেলপমেন্ট) বিষয়ক প্রশিক্ষণ ১৭. হাউজ কিপিং ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ১৮. নৈতিকতা, শিষ্টাচার ও মূল্যবোধ উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ ১৯. জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ২০. রিসিপশন এবং কাস্টমার সার্ভিসেস বিষয়ক প্রশিক্ষণ ২১. দেশপ্রেম, মনোভঙ্গি এবং যুব দায়িত্ব বিষয়ক প্রশিক্ষণ ২২. স্বাস্থ্য সচেতনতা এবং যুব দায়িত্ব বিষয়ক প্রশিক্ষণ ২৩. লাইভস্কীল এন্ড ফ্যামিলি এডুকেশন বিষয়ক প্রশিক্ষণ ২৪. স্যানিটেশন এন্ড ওয়াস্ট ম্যানেজমেন্ট বিষয়ক প্রশিক্ষণ।

বগুড়া আঞ্চলিক যুব কেন্দ্র এবং কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের মাধ্যমে পরিচালিত কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ কোর্স সমূহঃ

১. আচরণ ও শৃংখলা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ২. নিরীক্ষা ও অর্থ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ৩. ইন্টারনেট ও ট্রাবল স্যুটিং বিষয়ক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ ৪. কম্পিউটার হার্ডওয়্যার এন্ড ট্রাবল স্যুটিং বিষয়ক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ ৫. ই-ফাইলিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ ৬. ই-ফাইলিং বিষয়ক রিফ্রেশার প্রশিক্ষণ ৭. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি)

প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ ৮. কমিউনিকেটিভ ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ বিষয়ক প্রশিক্ষণ ৯. আধুনিক অফিস ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ১০. বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ ১১. মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ ১২. বিষয় ভিত্তিক রিফ্রেশার প্রশিক্ষণ ১৩. বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ ১৪. ওয়েব পোর্টাল ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ১৫. ইন্টারনেট ও প্রশাসনিক কার্যক্রম বিষয়ক বিশেষ প্রশিক্ষণ।

ছ) যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়িত কর্মসূচি ঃ

দেশের ৬৪ জেলায় স্থাপিত যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে কর্মপ্রত্যাশী যুবক ও যুবমহিলাদের গবাদিপশু, হাঁস-মুরগি পালন, মৎস্যচাষ ও কৃষি বিষয়ে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের কলাকৌশল সম্পর্কিত ০৩ মাস মেয়াদি আবাসিক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং তাদেরকে আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত করাই এ কর্মসূচির উদ্দেশ্য। যুবদেরকে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি প্রকল্পের প্রাণী সম্পদ সংরক্ষণ ও উহাদের জন্য প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কে জ্ঞানদান করা হয়। প্রতি ব্যাচে ৬০ জন বেকার যুবক ও যুবমহিলাকে আবাসিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
২০২০-২০২১ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণ	২৩,০৪০ জন	১৫,৮৫২ জন
২০২১-২০২২ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণ	২৩,৭৬০ জন	১৭,৯১৭ জন

ময়মনসিংহ বিভাগের " ঋণ ও আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন " শীর্ষক আঞ্চলিক কর্মশালা ও উদ্যোক্তা সমাবেশের প্রধান অতিথি জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম খান, মহাপরিচালক (গ্রেড-১) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ঋণের চেক বিতরণ করছেন

জাতীয় যুবদিবস ২০২১ উপলক্ষ্যে যুব র‍্যালির শুভ উদ্বোধন করছেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল এমপি

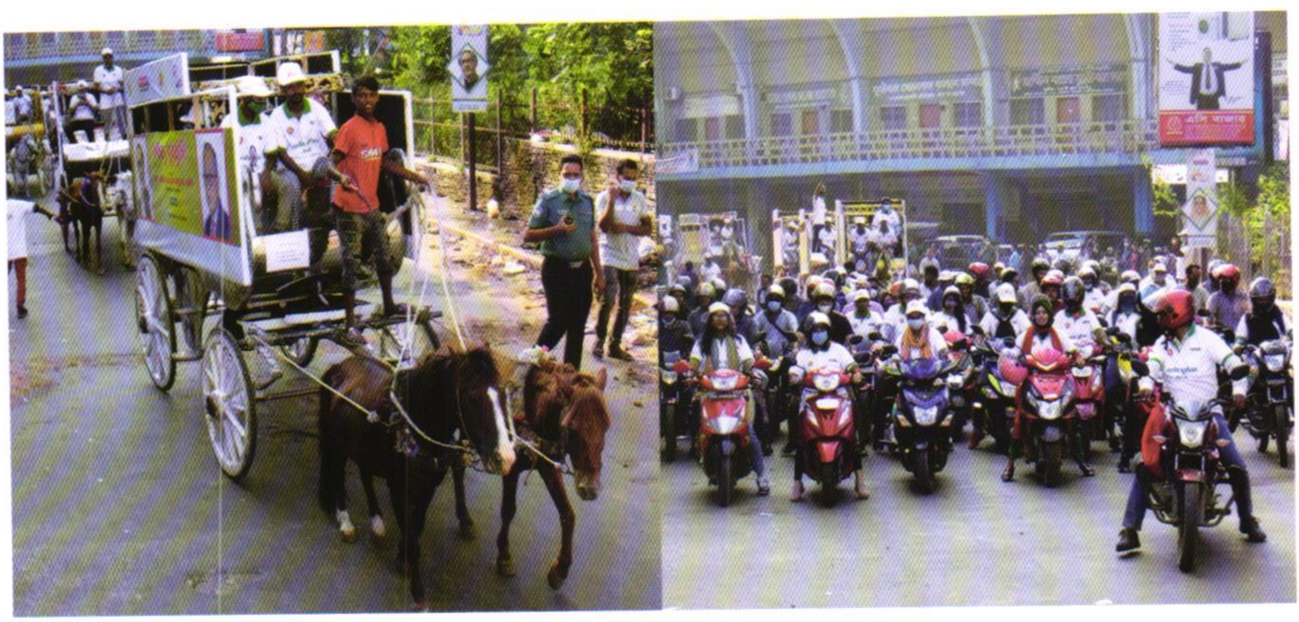

জাতীয় যুবদিবস ২০২১ উপলক্ষ্যে বর্ণাঢ্য যুব র‍্যালি।

বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের কার্যক্রমের অগ্রগতি

০১। যানবাহন চালনা প্রশিক্ষণ প্রকল্প:

দেশে সড়ক দুর্ঘটনা রোধকল্পে যানবাহন চালনায় দক্ষ ড্রাইভার তৈরি করে দেশে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে এ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ৪০টি কেন্দ্রে ৬৪টি জেলার প্রশিক্ষণার্থীগণ অংশগ্রহণ করতে পারবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ৪০০০০ জন কর্মপ্রত্যাশী যুবক ও যুবমহিলা যানবাহন চালনা বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দেশে ও বিদেশে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ পাবে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
মোট প্রকল্প ব্যয় (জানুয়ারি ' ২০২১- ডিসেম্বর ' ২০২৩)	১০৫৯৪.০০লক্ষ টাকা	১২৩৮.৮০ লক্ষ টাকা
২০২০-২০২১ অর্থ বছরে বরাদ্দ	১২৩৮.৮০ লক্ষ টাকা	১২৩৮.৮০ লক্ষ টাকা
২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ব্যয়	১২৩৮.৮০ লক্ষ টাকা	৫৭০.০৮ লক্ষ টাকা

০২। টেকনোলজি এমপাওয়ারমেন্ট সেন্টার অন হুইলস ফর আন্ডার প্রিভিলেজড রুরাল ইয়াং পিপল অব বাংলাদেশ (টেকাব) ঃ

বর্তমানে বাংলাদেশে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ সুবিধা জেলা শহর কেন্দ্রিক। উপজেলা পর্যায়ে কম্পিউটার প্রশিক্ষণের সুযোগ এখনো সম্প্রসারিত না হওয়ায় গ্রামীণ যুবক ও যুবমহিলারা তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক এ সুবিধা হতে বঞ্চিত হচ্ছে। এছাড়া বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের কম্পিউটার বিষয়ে অধিকহারে প্রশিক্ষণ প্রদান করা প্রয়োজন। এ অবস্থায় গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র কর্মপ্রত্যাশী যুবদের জন্য ভ্রাম্যমাণ আইসিটি ট্রেনিং ভ্যানের মাধ্যমে ইন্টারনেটসহ কম্পিউটার প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে "টেকনোলজি এমপাওয়ারমেন্ট সেন্টার অন হুইলস ফর আন্ডারপ্রিভিলেজড রুরাল ইয়াং পিপল অব বাংলাদেশ" শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
মোট প্রকল্প ব্যয় (জানুয়ারি ২০১৫- ডিসেম্বর ২০২০) ১ম সংশোধিত	২০০০.০০ লক্ষ টাকা	১৭৯১. ৪৫ লক্ষ টাকা
২০২০-২০২১ অর্থ বছরে বরাদ্দ	১৮৪.০০ লক্ষ টাকা	১৩৬. ৯০ লক্ষ টাকা
২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ব্যয়	১৩৬.৯০ লক্ষ টাকা	১৩০. ১২ লক্ষ টাকা
প্রকল্প মেয়াদে প্রশিক্ষণ	১৫৮৪০ জন	১৬০৫৬ জন
২য় পর্ব (জানু/২২ - ডিসেম্বর/২৪	৪৬১৮.০০	
২০২১-২০২২ প্রশিক্ষণ	২৮০ জন	২৮০ জন
২০২১-২০২২ অর্থ বছরে বরাদ্দ	১৪৯৫. ৫২ লক্ষ টাকা	৮৭৫.০০ লক্ষ টাকা
২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ব্যয়	৮৭৫.০০ লক্ষ টাকা	৮০৯. ৯৫ লক্ষ টাকা

০৩। ইনটিগ্রেটেড ম্যানেজমেন্ট অব রিসোর্সেস ফর পোভারটি এলিভিয়েশন থ্রু কম্প্রিহেনসিভ টেকনোলজি (ইমপ্যাক্ট ৩য় পর্ব) ঃ

গবাদিপশু ও হাঁস মুরগি পালন বিষয়ে আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্প গ্রহণকারীদের প্রকল্পের উচ্ছিষ্ট ব্যবহারের মাধ্যমে গ্রাম পর্যায়ে বায়োগ্যাস উৎপাদন করে জ্বালানি চাহিদা পূরণ করা এ প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য। প্রকল্পের ২য় পর্বের বাস্তবায়ন কাজ ৩০-০৬-২০১৯ এ সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পের ২য় পর্ব সফলভাবে বাস্তবায়িত হওয়ায় কর্তৃপক্ষের নির্দেশে ৩য় পর্বের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। পরিবেশ বান্ধব এ প্রকল্পের কার্যক্রম ৩য় পর্বে দেশের সকল জেলা ও উপজেলায় বাস্তবায়ন করা হবে। জ্বালানি চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে প্রকল্প মেয়াদে মোট ৬৪০০০টি বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন করা হবে। এ সকল বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনের ফলে স্থানীয়ভাবে পরিবেশের উন্নয়ন ঘটবে। ০১-০৭-২০২১ থেকে ৩০-০৬-২০২৪ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ২০৯১৭.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি গত ২৪-০৮-২০২১ খ্রি. তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে। প্রতিটি পরিবারের রান্নার জন্য বৎসরে ২ টন জ্বালানি কাঠ প্রয়োজন হয়। ৬৪০০০টি বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনের মাধ্যমে জ্বালানি কাঠের ব্যয় সাশ্রয় হবে। প্রতি বছরে প্রতি পরিবারে ন্যূনতম ৭৫০০/- টাকা জ্বালানি কাঠ ক্রয় বাবদ ব্যয় হয়। উল্লেখ্য, ১টি গুণগতমানসম্পন্ন বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট এর সম্ভাব্য স্থায়িত্ব ন্যূনতম ৩০ বৎসর ।

পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের যৌথ উদ্যোগে পদ্মাসেতু এলাকায় জমি অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্তদের জীবিকা পুনরুদ্ধারে আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় টেইলারিং এন্ড ড্রেস মেকিং প্রশিক্ষণ

সমাপ্ত প্রকল্পসমূহ

০১। ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি অব নিউ প্রজেক্টস অব ডিওয়াইডি:

বিভিন্ন কারণে বিনিয়োগ প্রকল্পগুলোর মূল্যায়ন প্রয়োজন। কোনো ধারণার টেকসইতা যেমন প্রকল্পটি আর্থিক ও কারিগরিভাবে টেকসই এবং একইসংগে অর্থনৈতিকভাবে যৌক্তিক কিনা তা নির্ধারনের জন্য সম্ভাব্যতা যাচাই প্রয়োজন। এদিক থেকে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর একটি সুপরিচিত সরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান দ্বারা তার প্রস্তাবিত ৬টি প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই করে। এক্ষেত্রে বিআইডিএস-এর মাধ্যমে সম্ভাব্যতা যাচাই করা হয়। পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ৬টি প্রকল্প একত্রে বা বিচ্ছিন্নভাবে সম্ভাব্যতা যাচাই করা হয়। ডিওয়াইডি নিম্নোক্ত প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন করবে এবং তাদের এসব প্রকল্প গ্রহণের জন্য যৌক্তিকতা নির্ধারণ করবে:

১) যুবদের জন্য গ্রামে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য হ্রাসকরণ প্রকল্প
২) কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প (২য় পর্ব)
৩) যুবদের কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তর প্রকল্প
৪) শেখ জামাল উপজেলা যুব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তর প্রকল্প
৫) দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যুব উদ্যোক্তা তৈরিকরণ প্রকল্প
৬) অনলাইনভিত্তিক ভার্চুয়াল প্রশিক্ষণ চালুকরণ প্রকল্প

প্রস্তাবিত সকল প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ২৫.০০ কোটি টাকার উপরে। সরকারের বিদ্যমান আইনানুসারে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সম্ভাব্যতা যাচাই প্রয়োজন। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ২৭০.০০ লক্ষ টাকা এবং মেয়াদ মে/২০২১ থেকে ডিসেম্বর/ ২০২১ পর্যন্ত।

০২। সাপোর্ট টু ডেভেলপ ন্যাশনাল প্ল্যান অব এ্যাকশন ফর ইমপ্লিমেন্টেশন অব ন্যাশনাল ইয়ুথ পলিসি এন্ড ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স প্রকল্প।

প্রকল্পটি ইউএনএফপিএ এর অর্থায়নে ৯ম কান্ট্রি প্রোগ্রামের আওতায় ২৪০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জামালপুর, বরিশাল, বরগুনা. পটুয়াখালী ও বগুড়া জেলায় বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ছিল জাতীয় যুবনীতি বাস্তবায়নের জন্য ন্যাশনাল এ্যাকশন প্ল্যান এবং ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স তৈরি করা। এছাড়া যুবদের লাইফ স্কীল এডুকেশন প্রদানের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং যুবনারীদের লাইফ স্কিল এডুকেশন প্রদানের বিষয়ে পরিবার, সমাজ, প্রাতিষ্ঠানিক স্টেকহোল্ডার ও গেটকিপারদের দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ পরিবর্তনে এ প্রকল্পটি কাজ করেছে। গত ৩১/১২/২১ খ্রি. তারিখ প্রকল্পটি কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে PCR দাখিল করা হয়েছে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এবং পদ্মাসেতু নির্মাণ প্রকল্পের যৌথ উদ্যোগে প্রকল্পাধীন এলাকার ক্ষতিগ্রস্তদের আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির কোর্স সমাপনী ও যুব সমাবেশ

অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন প্রকল্পসমূহ

১) কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প (২য় পর্ব) ঃ

গত ২১/০৬/২০২২ খ্রি. প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের বিষয়ে অনুষ্ঠিত পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ' কর্মসংস্থান ও আত্মর্কসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জোরদারকরণ (২য় পর্ব) প্রকল্প " যুবদের জন্য গ্রামে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য হ্রাসকরণ " প্রকল্প এবং যুব উদ্যোক্তা তৈরীর জন্য যুবদের সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ প্রকল্প ০৩ টি কে সমন্বয় করে প্রকল্পের একটি শিরোনাম নির্ধারণ করে ০১টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :

ক) এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের নিমিত্ত স্থানীয় চাহিদা মোতাবেক বেকার যুবদের দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করা;

খ) প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত যুবদের আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত করে দেশে বেকারত্ব ও দারিদ্র্য হ্রাস করা ;
গ) একক/ যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে আয় বর্ধনমূলক কাজে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সম্পৃক্ত করা ;
ঘ) যুবদের জাতি গঠনমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করা।

লক্ষ্যমাত্রাঃ

ক) প্রকল্প মেয়াদে ৩২৯১৩০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান।

খ) প্রকল্প মেয়াদে ১৬৪৫৬৫ জনকে আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত করা।

প্রকল্পটি ০১/০১/২০২৩ থেকে ৩১/১২/২০২৫ মেয়াদে এবং ৩১৫৫৪.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়িত হবে।

২) যুব ভবন নির্মাণ প্রকল্প ঃ

প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

* যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের জন্য বহুতল বিশিষ্ট আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্পন্ন ভবন নির্মাণ।

* আরামদায়ক অনুকূল পরিবেশবান্ধব চাকুরীজীবিদের জন্য ভবন নির্মাণ।

* ভবনে আধুনিক সেমিনার, ওয়ার্কসপ, সিম্পোজিয়াম, প্রশিক্ষণ ও মিটিং হলরুম থাকবে।

* ভবনের অভ্যন্তরে দুইস্তরে কার পার্কিং, ক্যাফেটেরিয়া, নামজঘর, গেষ্ট রুম, অভ্যর্থনা ও ওয়েটিং রুম এবং লিফ্‌ট-এর ব্যবস্থা থাকবে। প্রকল্পটি ০১/০১/২০২৩ থেকে ৩০/০৬/২০২৫ মেয়াদে এবং ৪৮৫০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়িত হবে।

৩) শেখ জামাল উপজেলা যুব প্রশিক্ষণ ও বিনোদন কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (১ম পর্ব)

প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

ক) দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড পরিচালনার মাধ্যমে অনুৎপাদনশীল যুবসমাজকে সুসংগঠিত, সুশৃঙ্খল এবং উৎপাদনমুখি শক্তিতে রূপান্তর করা।

খ) বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ দেওয়ার পাশাপাশি এই কেন্দ্রগুলোকে পর্যায়ক্রমে ' তরুণ কর্মসংস্থান কেন্দ্র ' হিসেবে গড়ে তোলা হবে।

গ) তরুণদের সুস্থ বিনোদনের ব্যবস্থা করা।

প্রকল্পটি ০১/০১/২০২৩ থেকে ৩০/০৬/২০২৫ মেয়াদে এবং ৬৭৩৩৯৮.৯১ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়িত হবে।

৪) রাজশাহী, বরিশাল, ফেণী ও নড়াইল জেলায় উপ-পরিচালকের কার্যালয়সহ যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প

প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

ক) রাজশাহী, বরিশাল, ফেণী ও নড়াইল শহরে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কার্যলয়সহ যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা।

খ) নড়াইল যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জমি পদ্মাসেতু রেলসংযোগ প্রকল্প অধিগ্রহণ করায় উপপরিচালকের কার্যালয়সহ নড়াইল যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পুন:স্থাপন করা।

গ) আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন যোগ্য ও দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করা।

ঘ) প্রকল্প মেয়াদে ৭টি জেলায় উপপরিচালকের কার্যালয়সহ যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা। প্রকল্পটি ০১/০১/২০২৩ থেকে ৩০/০৬/২০২৫ মেয়াদে এবং ৩৭৪২৬.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়িত হবে।

৫) যুবদের কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তর প্রকল্প :

প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

ক) কারিগরি ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করা;
খ) দক্ষ মানবসম্পদের জন্য দেশে ও বিদেশে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা;
গ) যুবদের উপার্জনমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করে দেশে দারিদ্র্য হ্রাস করা;
ঘ) বিদেশে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা আয় বৃদ্ধি করা।

লক্ষ্যমাত্রা :

প্রকল্প মেয়াদে ২৮৮০০জনকে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

প্রকল্পটি ০১/০১/২০২৩ থেকে ৩১/১২/২০২৫ মেয়াদে এবং ১৫৮৩৩.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়িত হবে।

০৬) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের জেলা কার্যালয় এবং যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নির্বাচিত ট্রেডের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প :

প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :

ক) জেলা কার্যালয় এবং যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের শ্রেণী কক্ষ (তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক) সংস্কার ও মেরামত, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র সরবরাহ ও আনুষাঙ্গিক সুবিধাদি বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রশিক্ষণের গুণগতমান বৃদ্ধি করা।

খ) মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে যুব ও যুবনারীদের দেশে ও বিদেশে কর্মসংস্থান ও স্বকর্মসংস্থানে উপযোগী করে গড়ে তোলা।

গ) দেশে ও বিদেশে কর্মসংস্থান ও স্বকর্মসংস্থানের চাহিদার সাথে সংগতি রেখে প্রশিক্ষণ মডিউল পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধন করা।

ঘ) ইতোমধ্যে প্রদত্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের ইমপ্যাক্ট স্টাডি করে দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করা।

ঙ) প্রশিক্ষকদের দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে গুণগত মান সম্পন্ন প্রশিক্ষন প্রদানে উপযোগী হিসেবে গড়ে তোলা।

চ) যুব উন্নয়ন অধিপ্তরের MIS এবং গবেষণা স্থাপন করা।

প্রকল্পটি ০১/০৭/২০২৩ থেকে ৩০/০৬/২০২৫ মেয়াদে এবং ৫১৫০২.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়িত হবে।

৭) " শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী " যুবদের ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি :

১. কর্মপ্রত্যাশী যুবদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আউটসোর্সিং এর উপযোগী করে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।
২. আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে যুবদের স্বনির্ভরতা অর্জনে সহায়তা করা।
৩. আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা।

লক্ষ্যমাত্রা :

* আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে মোট ১৬ টি জেলায় শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের মধ্যে ৬৪০০ জনকে স্বাবলম্বী করা
* সোসাইটি ফর পিপলস এডভান্সমেন্ট (এসপিএ) এর বিভিন্ন কার্যালয়ে ১০০০ জনের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

প্রকল্পটি ০১/০৭/২০২২ হতে ৩০ জুন ২০২৫ মেয়াদে এবং ৪৭৫০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়িত হবে।

০৮) পাঁচটি জেলায় যুবনারী শ্রমিকদের জন্য হোস্টেল নির্মাণ প্রকল্প ঃ

প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :

১. যুবনারী শ্রমিকদের আবাসনের জন্য বহুতল হোস্টেল নির্মাণ করা।

২. যুবনারী আবাসন সমস্যার সমাধানে সহায়তা করা।

৩. যুবনারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা

লক্ষ্যমাত্রা:

ক) প্রকল্প মেয়াদ ৫টি বহুতল হোস্টেল নির্মাণ করা।
খ) মোট ৫০০০ যুবনারীর নিরাপদ আবসনের ব্যবস্থা করা।
প্রকল্পটি ০১/০১/২০২৩ হতে ৩১/১২/২০২৬ মেয়াদে এবং ৬৩৫৫১.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়িত হবে।

০৯) কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র জোরদারকরণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প ঃ

কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের অবকাঠামো সম্প্রসারণ, সংস্কার এবং আধুনিক প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি ক্রয়ের মাধ্যমে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের জন্য প্রশিক্ষণ সুবিধা উন্নয়নের লক্ষ্যে এ প্রকল্প প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের অবকাঠামো সম্প্রসারিত ও প্রশিক্ষণ সুবিধা উন্নত হবে। ইতোমধ্যে ভবনের নকশা প্রণয়না করা হয়েছে এবং নকশা অনুযায়ী গণপূর্ত অধিদপ্তর প্রকল্প প্রণয়ন করছে। প্রকল্পটি ০১/০৭/২০২৩ হতে ৩০/০৬/২০২৬ মেয়াদে এবং ১৮০৮৭.৯০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়িত হবে।

"ফিজিবিলিটি স্টাডি ফর নিউ প্রজেক্টস অব ডিওয়াইডি" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় মাঠ পর্যায় হতে প্রাপ্ত সুপারিশমালা চূড়ান্তকরণ বিষয়ক কর্মশালায় প্রধান অতিথি জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় , বিশেষ অতিথি জনাব মোঃ আখতার হোসেন, সিনিয়র সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, সভাপতি জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম খান, মহাপরিচালক (গ্রেড-১), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর।

১০) ৬৪ জেলায় তথ্য প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি করণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প ঃ

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

বিদ্যমান ২৭৪টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আধুনিক প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ ও উপকরণ সরবরাহের মাধ্যমে মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি করা ;

দেশে ও বিদেশে কর্মকর্তাদের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ জনবল তৈরিতে সহায়তা করা ;
চাকুরির ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণার্থীদের প্রতিযোগিতায় সহযোগিতার সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা ;
যুবদের উপার্জনমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করে দেশের দারিদ্র্য হ্রাস করা ;
২৭৪টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য আধুনিক প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ ক্রয় করা ;
প্রতিটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য মানসম্পন্ন উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করা ;
প্রকল্প বাস্তবায়ন কাল ঃ ১ জানুয়ারি ২০২৩ হতে ডিসেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত।
প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৯৯৯.০০ লক্ষ টাকা।

মাননীয় যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল এমপি এর নিকট থেকে শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০২১-২০২২ গ্রহণ করছেন জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম খান , মহাপরিচালক (গ্রেড-১), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

১১। Not in Educadion Employment & Tarining (NEET) যুব জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে World Bank এর সহযোগিতায় " Economic Acceleration & Resilience for NEET (EARN) " শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ডিপিপি প্রণয়নের কাজ প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ৫ বছরে ২০ লক্ষ NEET যুবকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। EARN প্রকল্পের আওতায় NEET যুব গোষ্ঠিক উন্নত পরিবেশে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ *প্রদান করা হবে। যার মধ্যে অনূন্য ৫০ শতাংশ নারী। এ প্রকল্পের আওতায় ইউনিয়ন পর্যন্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।*

১২। UNFPA এর অর্থায়নে Life Skills Education in Youth Training Center & Strengthening of National Youth Platform শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে। প্রকল্পটি ২০২২-২০২৭ মেয়াদে বাস্তবায়িত হবে। এ প্রকল্পের আওতায় অন্তত: ২০টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে যুবদের জীবন দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও বাস্তবায়নে কাজ করবে। এ প্রশিক্ষণে যুব নেতৃত্ব বিকাশ ঘটবে। জাতীয় নীতি নির্ধারণে সংলাপে যুব ফোরামের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

১৩। ILO Bangladesh এর সহযোগিতায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত " Improving Skills & Economic Opportunities of Women Youth in Coxs Bazar District প্রকল্পটি কক্সবাজার জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে ১৮ থেকে ৩৫ বছর বয়সের যুবদের নিয়ে অধিদপ্তরের বিদ্যমান প্রাতিষ্ঠানিক এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ ট্রেড সমূহে প্রশিক্ষণ উপকরণসহ অন্যান্য কর্মকান্ডে সহযোগিতা প্রদান করবে। প্রত্যন্ত এলাকার যুব মহিলাদেরকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করার সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে তাদেরকে আত্মনির্ভরশীল করে সম্পদে পরিনত ও সমাজে সম্মানজনক স্থানে প্রতিষ্ঠিত করবে। প্রকল্পটি ২০২২ হতে ২০২৫ মেয়াদে বাস্তবায়ন করা হবে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম খান ও যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ আখতার হোসেন এর মধ্যে ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

ভবিষ্যত পরিকল্পনা ঃ

১। যানবাহন মেরামত প্রশিক্ষণ প্রকল্প

যানবাহন মেরামতের জন্য দক্ষ মেকানিক তৈরি করে দেশে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থান সুযোগ সৃষ্টি করা এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

২। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বিভাগীয় কার্যালয় স্থাপন প্রকল্প

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আওতায় বিভাগীয় কার্যালয় স্থাপন ও নির্মাণ এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য। প্রতিটি বিভাগীয় শহরে একটি বহুতল বিভাগীয় কার্যালয় স্থাপন করা হবে।

৪। কক্সবাজার জেলায় আন্তর্জাতিক মানের কনফারেন্স হলসহ যুব হোস্টেল নির্মাণ প্রকল্প

কক্সবাজার জেলায় কনফারেন্স হলসহ আন্তর্জাতিক মানের যুব হোস্টেল নির্মাণ করা এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

৫। যুব কার্যক্রম বিষয়ক গবেষণা ও তথ্য প্রচার প্রকল্প

যুব-কার্যক্রমের সাফল্য গবেষণার মাধ্যমে প্রকাশ করা এবং যুব বিষয়ক তথ্য কর্মপ্রত্যাশী যুবসহ দেশের সকল পর্যায়ের মানুষের নিকট প্রচারের ব্যবস্থা করা এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

৬। বিউটিফিকেশন, হেয়ার কাটিং ও হাউজকিপিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রকল্প

কর্মপ্রত্যাশী যুবক ও যুবমহিলাদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান উন্নয়ন এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

৭। ট্যুরিষ্ট গাইড, ট্যুর ম্যানেজমেন্ট এবং ইংরেজি ভাষা শিক্ষা প্রশিক্ষণ প্রকল্প

কর্মপ্রত্যাশী যুবক ও যুবমহিলাদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানে সুযোগ সৃষ্টি এবং তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান উন্নয়ন এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের জেলা কার্যালয়ের উপপরিচালক ও মহাপরিচালক এর মধ্যে ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ৪৬তম শাহাদত বার্ষিকীতে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করছেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের স্বাধীনতা অফিসার্স ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ফরিদপুর কর্তৃক আয়োজিত জনসচেতনতামূলক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন প্রধান অতিথি জনাব অতুল সরকার, জেলা প্রশাসক, ফরিদপুর

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বাজেট

অর্থ বছর	অনুন্নয়ন	উন্নয়ন
২০১৯-২০২০	৩২৩৭৫ (লক্ষ টাকায়)	২৮২৬.০০ (লক্ষ টাকায়)
২০২০-২০২১	৩৪৩৯৭.০০(লক্ষ টাকায়)	৩৪৪০.০০(লক্ষ টাকায়)
২০২১-২০২২	৪৪০৬৪.০০(লক্ষ টাকায়)	৫৩৫৮.০০(লক্ষ টাকায়)

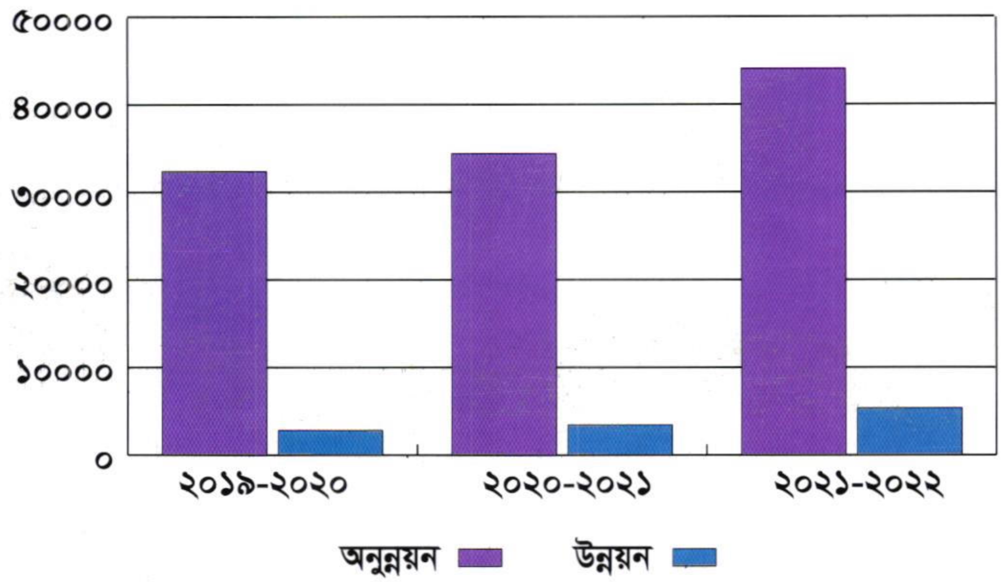

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বার্ষিক রাজস্ব এবং উন্নয়ন বরাদ্দ ও ব্যয়ের তুলনামূলক চিত্র (লক্ষ টাকায়):

অর্থ বছর	সংশোধিত বরাদ্দ		অর্থ ব্যয়		ব্যয়ের শতকরা হার
	রাজস্ব	উন্নয়ন	রাজস্ব	উন্নয়ন	
২০১৯-২০২০	৩২৩৭৫.০০	২৮২৬.০০	২৯৪৮৪.৯৫	১৯৪৫.৯২	৯৩.০৪%
২০২০-২০২১	৩৩৪২৬.৭০	৫১০৭.৮০	৩০১১৫.৫১	৪৩০৭.৮৩	৯০.০৯%
২০২১-২০২২	৪৪৬৭৯.১১	৪৫৬০.০০	৩৬৯৭০.৩৮	৪৪৫২.৯০	৮২.৭৫%

অন্যান্য কার্যক্রম :

(ক) জাতীয় যুবদিবস উদযাপন ও জাতীয় যুব পুরস্কার প্রদান :

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০১ অক্টোবর ২০১১ তারিখের ৩৩১ নং পরিপত্রমূলে প্রতিবছর ০১ নভেম্বর জাতীয় যুব দিবস উদযাপন করা হয়। জাতীয় যুব দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে জাতীয় যুব পুরস্কার নীতিমালার আলোকে মন্ত্রণালয়ের চূড়ান্ত অনুমোদনক্রমে জাতীয় যুব পুরস্কার প্রদান করা হয়ে থাকে।

১ নভেম্বর জাতীয় যুব দিবস উদযাপনের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ জাতীয় যুবপুরস্কার প্রদান। ২০২১-এ সর্বমোট ২৮টি পুরস্কারের মধ্যে ২৭ জনকে জাতীয় যুব পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। তার মধ্যে সফল আত্মকর্মী ক্যাটাগরিতে ২২টি এবং যুব সংগঠক ক্যাটাগরিতে ০৫ জনকে জাতীয় যুব পুরস্কার প্রদান করা হয়।

ক্রমিক	*ক্যাটাগরী*	২০২০-২০২১ *অর্থবছরে প্রদানকৃত পুরস্কারের সংখ্যা*	*ক্রমপুঞ্জিত পুরস্কার প্রদানের সংখ্যা*
০১	*আত্মকর্মী*	*২২ টি*	*৪৩৩ টি*
০২	*যুব সংগঠক*	*০৫ টি*	*৪৫ টি*

(খ) বঙ্গবন্ধু যুব মেলা ২০২১ উদযাপন:

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে ১ নভেম্বর, ২০২১ তারিখে আয়োজিত জাতীয় যুবদিবস ২০২১ এর অন্যতম অনুষংগ বঙ্গবন্ধু যুব মেলার আয়োজন করা হয়। শিল্পকলা একাডেমি প্রাঙ্গণে ২ নভেম্বর থেকে ৮ নভেম্বর মেয়াদে অনুষ্ঠিত এই মেলায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সফল আত্মকর্মী, উদ্যোক্তা ও যুব সংগঠকগণ তাদের উৎপাদিত পণ্য ও সেবা বিক্রয় ও প্রদর্শনের লক্ষ্যে এ মেলায় অংশগ্রহণ করে। করোনা পরিস্থিতিকালে উদ্যোক্তারা যাতে ক্ষতির সম্মুখীন না হয় তা রোধকল্পে এবং উৎপাদিত পণ্য ও সেবার বাজারজাতকরণ, অনলাইন ভিত্তিক বিক্রয় প্লাটফর্ম সৃষ্টি এবং যুবদের পারস্পরিক লিংকেজ স্থাপনে বঙ্গবন্ধু যুব মেলার আয়োজন সার্থক ও ফলপ্রসু হয়েছে নিঃসন্দেহে।

(গ) আন্তর্জাতিক যুব দিবস-২০২১ উদযাপন

জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষণার প্রেক্ষিতে ২০০০ সাল থেকেই প্রতি বছর ১২ আগস্ট সারা বিশ্বে আন্তর্জাতিক যুবদিবস উদযাপিত হয়ে আসছে। বাংলাদেশও বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার যুবদের সম্পৃক্ত করে একটি সুনির্দিষ্ট প্রতিপাদ্যকে কেন্দ্র করে দিবসটি আড়ম্বরপূর্ণভাবে পালন করে আসছে।

১২ আগস্ট ২০২১ আন্তর্জাতিক যুব দিবস উদযাপন উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আন্তর্জাতিক যুব দিবস ২০২১ এর প্রতিপাদ্য বিষয় ছিলো **"Transforming Food Systems: Youth Innovation for Human and Planetary Health.** (খাদ্য ব্যবস্থার পরিবর্তন: মানবজাতি ও বিশ্ব স্বাস্থ্যের জন্য যুবদের উদ্ভাবন)
কেন্দ্রীয়ভাবে আয়োজিত আলোচনা সভা বাস্তব ও ভার্চুয়াল প্লাটফর্মের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন জনাব মো: জাহিদ আহসান রাসেল এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়। বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন জনাব মো: আখতার হোসেন, সিনিয়র সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং Dr. Asa Torkelsson, Country Representative, UNFPA-Bangladesh. অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সম্মানিত মাহাপরিচালক জনাব মো: আজহারুল ইসলাম খান। আরোও উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিবগণ, যুগ্মসচিব, উপসচিব ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণ, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের পরিচালক, প্রকল্প পরিচালক, উপপরিচালকগণসহ সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধিবৃন্দ ও যুবসংগঠন ও সফল আত্মকর্মীগণ। মাঠ পর্যায় থেকে উপপরিচালক, যুবসংগঠক এবং প্রশিক্ষণার্থীগণ ভার্চুয়ালি সংযুক্ত ছিলেন।

(ঘ) যুব সংগঠন নিবন্ধন এবং পরিচালনা

যুব সংগঠনের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য যুব সংগঠন (নিবন্ধন এবং পরিচালনা) আইন ২০১৫ প্রণীত হয়েছে। আইনটি কার্যকর করার জন্য যুব সংগঠন (নিবন্ধন এবং পরিচালনা) আইন ২০১৭ প্রণীত হয়েছে। যুব সংগঠন (নিবন্ধন এবং পরিচালনা) আইন ২০১৫ এর আওতায় যুব সংগঠন নিবন্ধন কার্যক্রম অব্যাহত আছে। জুন/২০২২ পর্যন্ত স্বীকৃতিপ্রাপ্ত যুব সংগঠনের সংখ্যা-২৪২৩ এবং নিবন্ধনকৃত যুব সংগঠনের সংখ্যা-৩২৭৩টি। গত ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ৬৭৩টি যুব সংগঠন নিবন্ধন করা হয়েছে। চলতি ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে প্রতি উপজেলায় কমপক্ষে ১টি করে যুব সংগঠন নিবন্ধনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

(ঙ) যুব সংগঠন সমূহকে অনুদান

যুব সংগঠনসমূহকে কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য যুব কল্যাণ তহবিল হতে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

কর্মসূচির নাম	২০২১-২০২২ অর্থ বছরে প্রদানকৃত অনুদানের সংখ্যা	২০২১-২০২২ অর্থ বছরে প্রদানকৃত অনুদানের পরিমাণ	অনুদান প্রদানের ক্রমপুঞ্জিত সংখ্যা	অনুদান প্রদানের ক্রমপুঞ্জিত পরিমাণ
যুব কল্যাণ তহবিল হতে আর্থিক অনুদান	৮৯০ টি	৩৬২.৪০ (লক্ষ টাকায়)	১৪৬৬৮ টি	২৭৭৭.৮৬ (লক্ষ টাকায়)
অনুন্নয়ন খাত থেকে আর্থিক অনুদান	---	------	২৫৩৬ টি	১৮৫.৭৯ (লক্ষ টাকায়)

(চ) জনসচেতনতামূলক সভা/সেমিনার আয়োজন

মাদক, জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস ও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের বিষয়ে সচেতন করার লক্ষ্যে বিভাগ/জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে জনসচেতনতামূলক সভা/সেমিনার আয়োজন করা হয়। এসব সভা/সেমিনারে যুব সংগঠক, প্রশিক্ষণার্থী, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করে থাকেন। স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ সভা/সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকেন। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ৫৭০টি জনসচেতনতামূলক সভা/সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে।

চলতি ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ৫৭৩টি জনসচেতনতামূলক সভা/সেমিনার আয়োজনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

(ছ) জাতীয় যুব কাউন্সিল গঠন

যুব সংগঠন (নিবন্ধন এবং পরিচালনা) আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ০৮ নং আইন) এর ধারা ১৯, ধারা ১৩ এর সহিত পঠিতব্য, এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জাতীয় যুব কাউন্সিল (গঠন, কাঠামো, কার্যপদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনা) বিধিমালা- ২০২১, একই সালে ০১ জুলাই তারিখে গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে।

জাতীয় যুব কাউন্সিল গঠনের লক্ষ্যে জেলা প্রশাসক এর সভাপতিত্বে জেলা মনোনয়ন কমিটি এবং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সভাপতিত্বে উপজেলা মনোনয়ন কমিটি গঠন সংক্রান্ত নির্দেশনা ২৩ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে মাঠ পর্যায়ে প্রেরণ করা হয়। ২৬ জুন ২০২২ তারিখ জেলা ও উপজেলা মনোনয়ন কমিটি গঠন সম্পন্ন হয়েছে।

জাতীয় যুব কাউন্সিল (গঠন, কাঠামো, কার্যপদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনা) বিধিমালা ২০২১ প্রণয়নের পর বিধির নির্দেশনামতে জেলা, উপজেলা এবং কেন্দ্রীয় মনোনয়ন কমিটি গঠন করা হয়েছে। বিধি অনুযায়ী ২০২৩ এবং ২০২৪ মেয়াদে (দুই বছর) জাতীয় যুব কাউন্সিল গঠনের লক্ষ্যে জাতীয় যুব কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচনের জন্য ৩০-৬-২০২২ খ্রি. তারিখে দুটি পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হয়েছে। উপজেলায় আবেদন দাখিলের শেষ তারিখ ৩১-৮-২০২২ খ্রি. বিকেল ৫.০০টা।

বিধি মোতাবেক উপজেলা মনোনয়ন কমিটি ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২২ এর মধ্যে ১(এক) জন পুরুষ এবং ১(এক) জন নারী সদস্য মনোনয়ন করে জেলা মনোনয়ন কমিটি বরাবরে প্রেরণ করবে।

জেলা মনোনয়ন কমিটি যাচাই বাছাই করে ৩১ অক্টোবর ২০২২ এর মধ্যে ১(এক) জন পুরুষ এবং ১(এক) জন নারী সদস্য মনোনয়ন করে কেন্দ্রীয় মনোনয়ন কমিটি বরাবরে প্রস্তাব প্রেরণ করবে।

কেন্দ্রীয় মনোনয়ন কমিটি যাচাই-বাছাই করে বিধি অনুযায়ী ৬৪ জন সদস্য নির্বাচন করে অন্যান্য কার্যক্রম সম্পদানান্তে প্রস্তাব ৩০ নভেম্বর ২০২২ এর মধ্যে জাতীয় কমিটি বরাবরে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে।

বিধি মোতাবেক জাতীয় যুব কাউন্সিল গঠনের কার্যক্রম নভেম্বর ২০২২ এর মধ্যে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।

(জ) কমনওয়েলথ ইয়ুথ প্রোগ্রাম

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কমনওয়েলথ ইয়ুথ প্রোগ্রাম, এশিয়া সেন্টারের সহযোগিতায় দূর প্রশিক্ষণ কোর্স, সেমিনার, কর্মশালা, যুব বিনিময় কর্মসূচি ও রিজিওনাল এ্যাডভাইজারি বোর্ড মিটিং ইত্যাদি আয়োজন করে আসছে। কমনওয়েলথ ইয়ুথ প্রোগ্রাম, এশিয়া সেন্টার থেকে এ যাবৎ ৭৬ জন কর্মকর্তা/যুবসংগঠনের প্রতিনিধি যুব উন্নয়ন বিষয়ে ডিপ্লোমা লাভ করেছেন। পরবর্তীতে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে কমনওয়েলথ দূর প্রশিক্ষণ ডিপ্লোমা কোর্সের আওতায় ৯৯ জন ছাত্র-ছাত্রী ডিপ্লোমা অর্জন করেছে।

(ঝ) আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থার সাথে সম্পর্ক

জাইকা (জাপান আন্তর্জাতিক সহযোগী সংস্থা), কোইকা (কোরিয়া আন্তর্জাতিক সহযোগী সংস্থা), জাতিসংঘ এবং এর অংগ সংস্থা ইউএনডিপি, ইউএনএফপিএ, এসকাপ, ইউনেস্কো, আমেরিকান পিস কোর এবং আইএলও ইত্যাদি আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নে সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। ইতোমধ্যে জাইকার ৪৪ জন, কোইকার ৫০ জন এবং আমেরিকান পিস কোরের ৯৭ জন স্বেচ্ছাসেবী এবং জাতিসংঘের ৪৬ জন ইউএনভি কাজের মেয়াদ শেষে দেশে ফিরে গিয়েছে।

(ঞ) জাতীয় যুবনীতি

একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য একটি যুগোপযোগী জাতীয় যুবনীতি প্রণয়নের লক্ষ্যে ২০০৩ সালে অনুমোদিত যুবনীতি সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিমার্জন করে বর্তমান সময়ের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি নতুন যুবনীতি প্রণয়নের দায়িত্ব যুব সংগঠন বিওয়াইএলসি-কে প্রদান করা হয়। বিওয়াইএলসি বিভিন্ন পর্যায়ের যুবদের সাথে মতবিনিময়, বিভাগীয় পর্যায়ে কর্মশালার আয়োজন করে জাতীয় যুবনীতির একটি খসড়া প্রণয়ন করে।

প্রণীত খসড়ার উপর সমাজের সকল পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গের মতামত গ্রহণ, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির বৈঠকে উপস্থাপন এবং সর্বশেষ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের নিয়ে আয়োজিত কর্মশালায় জাতীয় যুবনীতির খসড়া চূড়ান্ত করা হয়। জাতীয় যুবনীতি মন্ত্রিসভা কর্তৃক ২০১৭ সালে অনুমোদিত হয়েছে। সে অনুযায়ী কর্ম-পরিকল্পনা (এ্যাকশন প্ল্যান) প্রণয়ন করা হয়েছে।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ' মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের যুবশক্তি ' বিষয়ক রচনা প্রতিযোগিতায় পুরস্কার গ্রহণ করছেন বিজয়ী প্রতিযোগী

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষিত যুবদের উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে ঋণ সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও এন আর বি সি ব্যাংক এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত যানবাহন চালনা প্রশিক্ষণ প্রকল্পের অনাবাসিক স্থাপনা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

(ট) কমনওয়েলথ পুরস্কারঃ

কমনওয়েলথ ইয়ুথ প্রোগ্রাম, এশিয়া সেন্টার এশীয় অঞ্চলের কমনওয়েলথভূক্ত দেশসমূহে যুব কার্যক্রম বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তা এবং যুবসংগঠনের সমাজ উন্নয়নমূলক কাজের স্বীকৃতি হিসেবে প্রতি বছর বিভিন্ন শিরোনামে কমনওয়েলথ পুরস্কার প্রদান করে থাকে। বাংলাদেশে যুব কার্যক্রমের মাধ্যমে সমাজ উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য এ পর্যন্ত ৭ (সাত) জন সফল যুবসংগঠক কমনওয়েলথ এ্যাওয়ার্ড ফর এক্সিলেন্স ইয়ুথ ওয়ার্ক এ্যাওয়ার্ড, ৮ (আট) জন কমনওয়েলথ ইয়ুথ সার্ভিস এ্যাওয়ার্ড, ১ (এক) জন সফল আত্মকর্মী প্যান কমনওয়েলথ ইয়ুথ সার্ভিস এ্যাওয়ার্ড এবং ৩ (তিন) জন সফল যুবসংগঠক কমনওয়েলথ ইয়ুথ সিলভার এ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন।

(ঠ) সার্ক ইয়ুথ এ্যাওয়ার্ডঃ

সার্ক ইয়ুথ এ্যাওয়ার্ড স্কিম ১৯৯৭ সাল থেকে চালু করা হয়েছে। সার্ক অঞ্চলের দেশসমূহের মধ্যে যুব কার্যক্রমকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে প্রতি বছর সার্ক সচিবালয় থেকে সমাজ উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য সার্ক ইয়ুথ এ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। এ পর্যন্ত বাংলাদেশের ২ (দুই) জন সফল যুবসংগঠক সমাজ উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য সার্ক ইয়ুথ এ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন।

পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের যৌথ উদ্যোগে পদ্মাসেতু এলাকায় জমি অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের জীবিকা পুনরুদ্ধারে আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় পাটজাত পণ্য তৈরি বিষয়ক প্রশিক্ষণ

আন্তজার্তিক যুবদিবস ২০২১ উপলক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্য প্রদান করছেন, জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম খান, মহাপরিচালক (গ্রেড-১), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

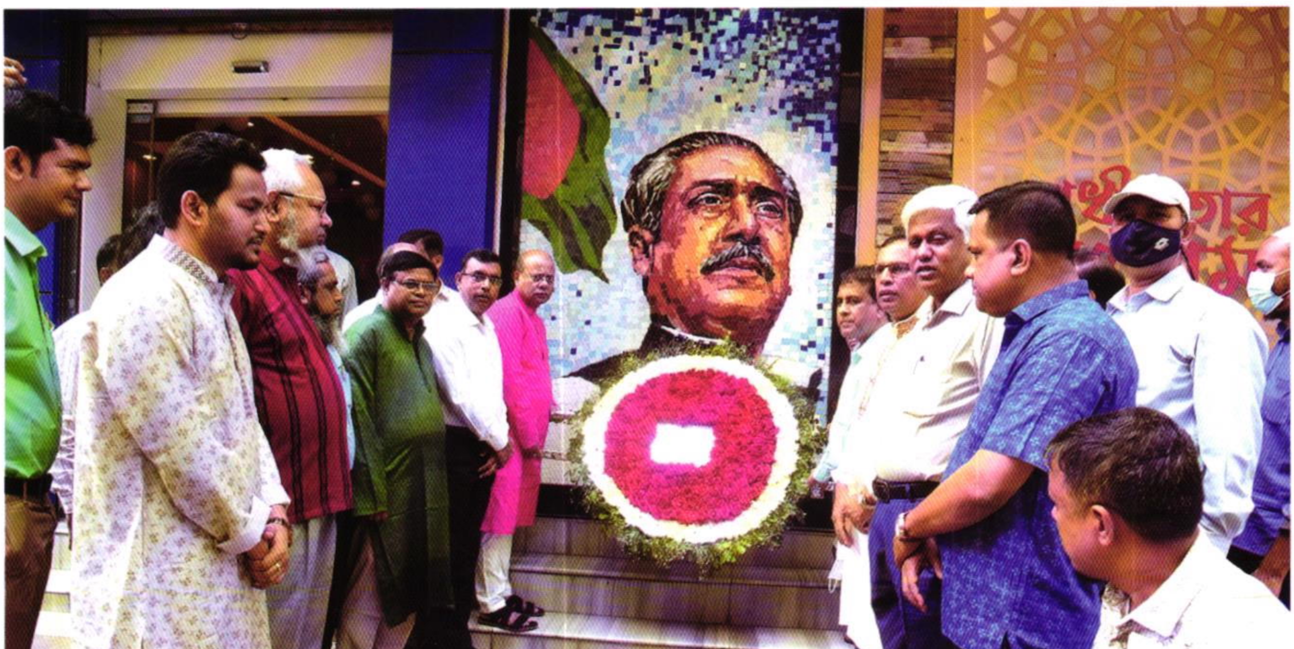

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০২ তম জন্মদিনে তাঁর প্রতিকৃতিতে
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ৪৬তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবসে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত আলোচনাসভা ও দোয়া মাহফিল

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মহান বিজয় দিবস ২০২১ উদযাপন উপলক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন অনুষ্ঠানের মূখ্য আলোচক অধ্যাপক ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন। বিশেষ অতিথি জনাব মোঃ আখতার হোসেন, সিনিয়র সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং সভাপতি জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম খান, মহাপরিচালক (গ্রেড-১), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর মঞ্চে উপস্থিত রয়েছেন

রাজশাহী বিভাগীয় প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদান করছেন জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম খান,মহাপরিচালক (গ্রেড-১),যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশিষ্ট ক্রীড়া সংগঠক বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের ৭২তম জন্মদিনে তাঁর কবরে শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন জনাব মোঃ আখতার হোসেন ,সিনিয়র সচিব,যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম খান, মহাপরিচালক (গ্রেড-১), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

যুব কার্যক্রম বাস্তবায়নে বর্তমান সরকারের অর্জন (০১ জানুয়ারি ২০০৯ থেকে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত)

ক্র:নং	কর্মকান্ডের বিষয়	অধিদপ্তরের শুরু থেকে জুন, ২০২২ পর্যন্ত	বর্তমান সরকারের অর্জন
০১	বেকার যুবদের প্রশিক্ষণ	৬৭,৬৫,০৪৯ জন	৩৬,৮৩,৩৬১ জন
০২	প্রশিক্ষিত যুবদের আত্মকর্মসংস্থান	২৩,৩২,৪৪১ জন	৭,৯০,৩৪৫ জন
০৩	ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির আওতায় প্রশিক্ষণ প্রদান	২,৩৫,৩৪৭ জন	২,৩৫,৩৪৭ জন
০৪	ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির আওতায় দুই বছরের অস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টি	২,৩২,৯৯৬ জন	২,৩২,৯৯৬ জন
০৫	ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণের পরিমাণ	২২৬৩৫০.০৯ লক্ষ টাকা	১৩৯০৫৮.৭৮ লক্ষ টাকা
০৬	ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহণকারীর সংখ্যা	১০,২৫,৮৩১ জন	৪,৯৫,১৯৪ জন
০৭	নতুন প্রকল্প অনুমোদন ও বাস্তবায়ন	৩৫ টি	১৮ টি
০৮	আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ	৬৪ টি	১১ টি
০৯	আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অবকাঠামোর উর্ধ্বমুখি সম্প্রসারণ	-	২৯ টি
১০	উপজেলা কার্যালয়ে মোটর সাইকেল বিতরণ	১০৯৬ টি	৬২০ টি
১১	ইন্টারনেট সার্ভিস সুবিধা	-	৬৪টি জেলা ও ৫০০টি উপজেলা
১২	যুব সংগঠনকে অনুদান প্রদান	২৭৭৭.৮৬ লক্ষ টাকা	১৯৮৯.৩১ লক্ষ টাকা
১৩	অনুদানপ্রাপ্ত যুব সংগঠনের সংখ্যা	১৪,৬৬৮ টি	৭,৬৮৫ টি
১৪	নিবন্ধনকৃত ও স্বীকৃত প্রাপ্ত যুব সংগঠনের সংখ্যা	৫,৬৯৬ টি	৫,৬৯৬ টি
১৫	তালিকাভুক্ত যুব সংগঠনের সংখ্যা	১৮,৪৫৮ টি	১১,৩৬৬ টি
১৬	যুব পুরস্কার প্রদান	৪৯৮ জন	২২৬ জন
১৭	উন্নয়ন খাত থেকে রাজস্বখাতে স্থানান্তরের সংখ্যা	৪৮৭৬ জন	৭৫৭ জন
১৮	নিয়মিতকরণের সংখ্যা	৪২৭৩ জন	২৯৭৬ জন
১৯	পদ স্থায়ীকরণের সংখ্যা	৪২৭১ টি	৩৮২৬ টি
২০	পদোন্নতির সংখ্যা	৩০৮ জন	২১৭ জন
২১	নিয়োগের সংখ্যা	৫৬১২ জন	৯৩৪ জন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র শহীদ শেখ রাসেলের ৫৮ তম জন্মদিন পালন উপলক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসুচি

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর,গোপালগঞ্জ এর কর্মকর্তা/কর্মচারী ,আত্মকর্মী ও যুব সংগঠনের প্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল এমপি

এক নজরে শুরু থেকে জুন ২০২২ পর্যন্ত যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কার্যক্রমের ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
মোট প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীর সংখ্যা	৬৭,৬৫,০৪৯ জন
মোট আত্মকর্মীর সংখ্যা	২৩,৩২,৪৪১ জন
মোট প্রাপ্ত যুব ঋণ তহবিলের পরিমাণ	১৬,৬৬৬.৮৩ লক্ষ টাকা
মোট বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ	২,২৬,৩৫০.০৯ লক্ষ টাকা
মোট ঋণ গ্রহণকারীর সংখ্যা	১০,২৫,৮৩১ জন
মূল ঋণ তহবিল থেকে আদায়কৃত প্রবৃদ্ধি	২৩,৪৬৪.৬২ লক্ষ টাকা
আদায়কৃত প্রবৃদ্ধিসহ মোট ঋণ তহবিল	৪৪,২৭৫.৮৬ লক্ষ টাকা
ঋণ আদায়ের গড় হার (%)	৯৫.৪৭ %
ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির আওতায় প্রশিক্ষণ প্রদান	২,৩৫,৩৪৭ জন
ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির আওতায় দুই বছরের অস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টি	২,৩২,৯৯৬ জন
যুব কল্যাণ তহবিল থেকে বিতরণকৃত অনুদানের পরিমাণ	২,৭৭৭.৮৬ লক্ষ টাকা
যুব কল্যাণ তহবিল থেকে অনুদান বিতরণকৃত যুব সংগঠনের সংখ্যা	১৪,৬৬৮ টি
যুব কল্যাণ তহবিলের মূলধনের পরিমাণ	১৫ কোটি টাকা
অনুন্নয়ন খাত থেকে বিতরণকৃত অনুদানের পরিমাণ	১৮৫.৭৯ লক্ষ টাকা
অনুন্নয়ন খাত থেকে অনুদান বিতরণকৃত যুব সংগঠনের সংখ্যা	২৫৩৬ টি
যুবসংগঠন তালিকাভুক্তি	১৮,৪৫৮ টি
নিবন্ধনকৃত ও স্বীকৃতিপ্রাপ্ত যুব সংগঠনের সংখ্যা	৫৬৯৬ টি
যুব উন্নয়ন বিষয়ে ডিপ্লোমা লাভ	১৭৫ জন
জাতীয় যুব পুরস্কার প্রদান	৪৯৮ জন
কমনওয়েলথ যুব পুরস্কার লাভ	১৯ জন
সার্ক যুব পুরস্কার লাভ	০২ জন
আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সংখ্যা	৭১ টি
আত্মকর্মী যুবদের মাসিক গড় আয়	৬০০০/-টাকাথেকে৫০,০০০/-টাকা

যানবাহন চালনা প্রশিক্ষণ কোর্সের ১ম ব্যাচের সমাপনী এবং পোশাক তৈরি প্রশিক্ষণ কোর্সের ভাতা বিতরণ অনুষ্ঠানে জনাব ফেদৌসী ইসলাম (জেসী) মাননীয় সংসদ সদস্য চাঁপাইনবাবগঞ্জ

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত মাদক,সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গিবাদ বিরোধী জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ঢাকা বিভাগীয় কর্মশালা

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এবং পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের যৌথ উদ্যোগে প্রকল্পাধীন এলাকায় ক্ষতিগ্রস্তদের আয়বর্ধনমুলক প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম খান, মহাপরিচালক (গ্রেড-১), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

প্রস্তাবিত যুব প্রশিক্ষণ নীতিমালা -২০২১ বিষয়ক কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি জনাব মোঃ আখতার হোসেন, সিনিয়র সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং সভাপতি জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম খান, মহাপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর। আরো আছেন জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম সরকার (অতিরিক্ত সচিব) যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং জনাব মোঃ আব্দুল লতিফ মোল্লা (যুগ্ম সচিব) পরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

" ফিজিবিলিটি স্টাডি ফর নিউ প্রজেক্টস অব ডিওয়াইডি " শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বিআইডিএস কর্তৃক দাখিলকৃত ০৬(ছয়)টি প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন চূড়ান্তকরণ বিষয়ক কর্মশালা

উপসংহার

যুবসমাজ দেশের জনশক্তির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ, দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি। বাংলাদেশের ন্যায় উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে যুবশক্তিকে দেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সম্পৃক্ত করার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যুবদের রয়েছে অফুরন্ত প্রাণশক্তি, সৃজনশীল কর্মক্ষমতা, ক্লান্তিহীন উৎসাহ, ঝড়ের ন্যায় গতিবেগ, অদম্য কর্মস্পৃহা ও কর্মোদ্দীপনা। জাতীয় উন্নতি অনেকাংশে যুবসমাজের সঠিক ব্যবহারের উপর নির্ভরশীল। যুবসমাজকে ২০৩০ সালের মধ্যে জাতিসংঘ ঘোষিত এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বঙ্গবন্ধুর সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার কাজে লাগানো ছাড়া কোন বিকল্প আমাদের সামনে নেই। সে লক্ষ্যে অধিদপ্তরের কার্যক্রম তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত আরো বিস্তৃত করে দেশে এবং বিদেশে যুবদের অধিকহারে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে যুব খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে। যুবদের ক্রমাগত শহরমুখি প্রবণতা রোধকল্পে যুবদেরকে স্বীয় অবস্থানে রেখে বিভিন্ন উৎপাদনমুখি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তুলতে হবে। কর্মমুখি ও উৎপাদনমুখি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে কর্মপ্রত্যাশী যুবসমাজ একদিকে যেমন নিজেদের জন্য কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারবে, অন্যদিকে জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখতেও সক্ষম হবে। ফলশ্রুতিতে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের 'সোনার বাংলা'র সার্থক রূপায়ন সম্ভব হবে নিঃসন্দেহে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
১০৮ মতিঝিল বা/এ,ঢাকা- ১০০০
www.dyd.gov.bd

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন'স চার্টার)

Citizen's Charter

১. ভিশন ঃ বাংলাদেশের উন্নয়ন ও গৌরব বৃদ্ধিতে সক্ষম, নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন আধুনিক জীবনমনস্ক যুবসমাজ।

মিশন ঃ জীবনের সর্বক্ষেত্রে যুবদের প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তাদের প্রতিভার বিকাশ ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা।

২. প্রতিশ্রুত সেবা ঃ

২.১) নাগরিক সেবা

ক্র.নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবা মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকতা (নাম, পদবী, ফোন ও ই-মেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১.	তথ্য অধিকার আইনে তথ্য প্রদান	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তার নিকট লিখিত বা ইলেকট্রনিক্স বা ই-মেইলে সুনির্দিষ্ট তথ্যের বিষয়ে আবেদন করা হলে আইনে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরনে চিঠি, ইমেইল, ওয়েবসাইটে বা ফোনে তথ্য প্রদান হবে। http://bdlaws.minlaw.gov.bd/bangla-section-detail.php?id=1011 & sections-id=39081	১. নির্ধারিত ফরমে বা ফরমেটে আবেদন করতে হবে। ২.http://bdlaws.minlaw.gov.bd/bangla-section-detail.php?id=1011 & sections_id = 39080 ৩.যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের www.dyd.gov.bd ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।	আইনে বর্ণিত ফি http://bdlaws.minlaw.gov.bd/bangla-section-detail.php?id=1011 & sec-ions_id=39080	আইনে বর্ণিত দিবস http://bdlaws.minlaw.gov.bd/bangla-section-detail.php?id=1011 & sections_id=৩৯০৮০ তথ্য প্রদান করা না গেলে ১০দিন, তথ্য প্রদান করা হলে ২০দিনের মধ্যে।	জনাব মোঃ শওকত আলী সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) মোবাঃ ০১৭৮১-৯৯১২৭৭ ফোন ঃ-০২-২২৩৩৮৭৭৭৩ adadmin2@dyd.gov.bd

২.২ অভ্যন্তরীণ সেবা ঃ						
০১.	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মচারীদের শ্রান্তি বিনোদন ছুটি	ছুটি বিধিমালা অনুযায়ী আবেদনকারী হতে প্রাপ্ত ছুটির আবেদনের (যথাযথ কর্তৃপক্ষের সুপারিশক্রমে) প্রেক্ষিত যাচিত ছুটি অনুমোদন।	১. নির্ধারিত ফরমে আবেদন। ২. ছুটি গ্রহণের কারণ সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র। ৩. ছুটি প্রাপ্যতার প্রতিবেদন। প্রাপ্তি স্থান ঃ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের www.dyd.gov.bd ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।	বিনামূল্যে	আবেদন প্রাপ্তির পর ০৭ কর্মদিবস	মোঃ আতিকুর রহমান উপপরিচালক (প্রশাসন) ফোনঃ ০২-২২৩৩৯৮৯৫২ ddadmin@dyd.gov.bd
০২.	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মচারীদের মাতৃত্বকালীন ছুটি	ছুটি বিধিমালা অনুযায়ী আবেদনকারী হতে প্রাপ্ত ছুটির আবেদনের (যথাযথ কর্তৃপক্ষের সুপারিশক্রমে) প্রেক্ষিত যাচিত ছুটি অনুমোদন।	১. নির্ধারিত ফরমে আবেদন। ২. ছুটি গ্রহণের কারণ সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র। ৩. ছুটি প্রাপ্যতার প্রতিবেদন। প্রাপ্তিস্থান ঃ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের www.dyd.gov.bd ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।	বিনামূল্যে	আবেদন প্রাপ্তির পর ০৭ কর্মদিবস	মোঃ আতিকুর রহমান উপপরিচালক (প্রশাসন) ফোনঃ ০২-২২৩৩৯৮৯৫২ ddadmin@dyd.gov.bd
০৩.	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মচারীদের অসাধারণ ছুটি	ছুটি বিধিমালা অনুযায়ী আবেদনকারী হতে প্রাপ্ত ছুটির আবেদনের (যথাযথ কর্তৃপক্ষের সুপারিশক্রমে) প্রেক্ষিত যাচিত ছুটি অনুমোদন।	১. নির্ধারিত ফরমে আবেদন। ২. ছুটি গ্রহণের কারণ সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র। ৩. ছুটি প্রাপ্যতার প্রতিবেদন। প্রাপ্তিস্থান ঃ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের www.dyd.gov.bd ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।	বিনামূল্যে	আবেদন প্রাপ্তির পর ০৭ কর্মদিবস	মোঃ আতিকুর রহমান উপপরিচালক (প্রশাসন) ফোনঃ ০২-২২৩৩৯৮৯৫২ ddadmin@dyd.gov.bd
০৪.	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মচারীদের অর্জিত ছুটি	ছুটি বিধিমালা অনুযায়ী আবেদনকারী হতে প্রাপ্ত ছুটির আবেদনের (যথাযথ কর্তৃপক্ষের সুপারিশক্রমে) প্রেক্ষিত যাচিত ছুটি অনুমোদন।	১. নির্ধারিত ফরমে আবেদন। ২. ছুটি গ্রহণের কারণ সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র। ৩. ছুটি প্রাপ্যতার প্রতিবেদন। প্রাপ্তিস্থান ঃ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের www.dyd.gov.bd ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।	বিনামূল্যে	আবেদন প্রাপ্তির পর ০৭ কর্মদিবস	মোঃ আতিকুর রহমান উপপরিচালক (প্রশাসন) ফোনঃ ০২-২২৩৩৯৮৯৫২ ddadmin@dyd.gov.bd
০৫.	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মচারীদের চিকিৎসাজনিত ছুটি	বিধিমালা অনুযায়ী আবেদনকারী হতে প্রাপ্ত ছুটির আবেদনের (যথাযথ কর্তৃপক্ষের সুপারিশক্রমে) প্রেক্ষিত যাচিত ছুটি অনুমোদন।	১. নির্ধারিত ফরমে আবেদন। ২. ছুটি গ্রহণের কারণ সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র। ৩. ছুটি প্রাপ্যতার প্রতিবেদন। প্রাপ্তিস্থান ঃ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের www.dyd.gov.bd ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।	বিনামূল্যে	আবেদন প্রাপ্তির পর ০৭ কর্মদিবস	মোঃ আতিকুর রহমান উপপরিচালক (প্রশাসন) ফোনঃ ০২-২২৩৩৯৮৯৫২ ddadmin@dyd.gov.bd

০৬.	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মচারীদের বহি ঃ বাংলাদেশ ছুটি	স্বয়ং সম্পূর্ণ প্রস্তাব প্রাপ্তির পর যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে GO জারি করা হয়।	১. নির্ধারিত ফরমে আবেদন। ২. বিদেশে কোন কর্মশালা বা সেমিনার বা প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণের ক্ষেত্রে Invitation (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। ৩.অর্জিত (বহি ঃ বাংলাদেশ) ছুটির ক্ষেত্রে ছুটি প্রাপ্যতার সনদ। ৪. বিগত ০১ (এক) বছরে বিদেশ ভ্রমন বিবরণী। ৫. চিকিৎসা সনদ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। ৬. পাসপোর্টের কপি। প্রাপ্তিস্থান ঃ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের www.dyd.gov.bd ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।	বিনামূল্যে	আবেদন প্রাপ্তির পর ০৭ কর্মদিবস	মোঃ আতিকুর রহমান উপপরিচালক (প্রশাসন) ফোনঃ ০২-২২৩৩৯৮৯৫২ ddadmin@dyd.gov.bd
০৭.	সাধারণ ভবিষ্যৎ তহবিল হতে অগ্রিম মঞ্জুরী	নির্ধারিত ফরমে সাধারণ ভবিষ্যৎ তহবিল সর্বশেষ জমাকৃত অর্থের হিসাব বিবরণীসহ আবেদনের ভিত্তিতে অগ্রিম মঞ্জুর।	১. নির্ধারিত ফরমে আবেদন। ২. সাধারণ ভবিষ্যৎ তহবিল সর্বশেষ জমাকৃত অর্থের হিসাব বিবরণী মূলকপি। প্রাপ্তিস্থান ঃ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের www.dyd.gov.bd ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।	বিনামূল্যে	আবেদন প্রাপ্তির পর ০৭ কর্মদিবস	জনাব আলী আশরাফ উপপরিচালক (অর্থ ও অডিট) ফোন ঃ ০২-২২৩৩৫৭৬২৪ ddfinance@dyd.gov.bd
০৮.	লাম্পগ্রান্ট, অবসর ও পিআরএল	আবেদন পর্যালোচনাপূর্বক লাম্পগ্রান্ট, অবসর ও পিআরএল মঞ্জুর।	১. আবেদন। ২. নির্ধারিত ফরমে আবেদন। প্রাপ্তিস্থান ঃ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের www.dyd.gov.bd ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।	বিনামূল্যে	আবেদন প্রাপ্তির পর ২১ কর্মদিবস	জনাব শাহাদাত হোসেন নিরীক্ষা ও হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা ফোনঃ ০১৭১১৮১২৬৯৪ audit@dyd.gov.bd
০৯.	আনুতোষিক ও পেনশন মঞ্জুর	চাকুরী বিবরণীসহ নির্ধারিত ফরমে প্রাপ্ত আবেদন পর্যালোচনা পূর্বক আনুতোষিক ও পেনশন মঞ্জুর দাখিল।	১. নির্ধারিত ফরমে আবেদন। ২. পিআরএল অনুমদনের আদেশ। ৩.এলপিসি। ৪. বৈধ উত্তরাধিকার ঘোষণাপত্র/সনদপত্র। ৫. নমুনা স্বাক্ষর ও হাতের পাঁচ আঙ্গুলের ছাপ। ৬. শেষ বেতনের প্রত্যয়নপত্র। ৭. সর্বশেষ তিন বছরের না-দাবী পত্র, প্রাপ্তি স্থান ঃ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের www.dyd.gov.bd ওয়েব সাইটে পাওয়া যাবে।	বিনামূল্যে	আবেদন প্রাপ্তির পর ২১ কর্মদিবস	জনাব শাহাদাত হোসেন নিরীক্ষা ও হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা ফোন ঃ ০১৭১১৮১২৬৯৪ audit@dyd.gov.bd
১০.	আবসিক ও দাপ্তরিক টেলিফোন সংযোগ ব্যবস্থা	সমন্বিত সরকারী টেলিফোন নীতিমালা ২০০৪ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।	সমন্বিত সরকারী টেলিফোন নীতিমালা ২০০৪ এর নির্ধারিত ছকে আবেদন। প্রাপ্তি স্থান ঃ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের www.dyd.gov.bd ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।	বিনামূল্যে	আবেদন প্রাপ্তির পর ১৫ কর্মদিবস	মোঃ আতিকুর রহমান উপপরিচালক (প্রশাসন) ফোনঃ ০২-২২৩৩৯৮৯৫২ ddadmin@dyd.gov.bd

০৩.	অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (GRS)	সেবা প্রাপ্তিতে অসন্তুষ্ট হলে দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তার সংগে যোগাযোগ করুন। তিনি সমাধান দিতে ব্যর্থ হলে নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে যোগাযোগ করে আপনার সমস্যা অবহিত করুন।		
ক্রমিক নং	কার সংগে যোগাযোগ করবেন	পদবী	যোগাযোগের ঠিকানা	নিস্পত্তির সময়সীমা
০১.	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সমাদান দিমে না পারলে	অভিযোগ গ্রহণকারী কর্মকর্তা অভিযোগ নিস্পত্তি কর্মকর্তা(অনিক)	GRS ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা ঃ নাম ঃ মোঃ আতিকুর রহমান উপপরিচালক (প্রশাসন) ফোনঃ ০২- ২২৩৩৯৮৯৫২ ই-মেইল ঃ ddadmin@dyd.gov.bd অভিযোগ নিস্পত্তি কর্মকর্তা (অনিক) নাম ঃ মোঃ আঃ হামিদ খান পরিচালক (প্রশাসন), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর । ফোন ঃ ০২-২২৩৩৮০৮৬৩ ইমেইল ঃ diradmin@dyd.gov.bd ওয়েব পোর্টাল ঃ প্রতিষ্ঠানের ওয়েব সাইট www.dyd.gov.bd জেলা পর্যায়ে ঃ সংশ্লিষ্ট জেলার উপপরিচালক,যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর। ওয়েব পোর্টাল ঃ প্রতিষ্ঠানের ওয়েব সাইট www.dyd.gov.bd	৩০ কার্যদিবস
০২.	অভিযোগ নিস্পত্তি কর্মকর্তা নির্দিষ্ট সময়ে সমাধান দিতে ব্যর্থ হলে	আপিল কর্মকর্তা	কেন্দ্রীয় অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি GRS নাম ঃ জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম খান পদবী ঃ মহাপরিচালক (গ্রেড-১), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর । ফোন ঃ ০২-২২৩৩৮৯৩৮৯ ই-মেইল ঃ dg@ dyd.gov.bd , ওয়েব সাইট ঃ www.dyd.gov.bd	২০ কার্যদিবস
০৩.	আপিল কর্মকর্তা নির্দিষ্ট সময়ে সমাধান দিতে না পারলে	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অভিযোগ ব্যবস্থাপনা সেল।	অভিযোগ গ্রহণ কেন্দ্র ঃ ৫ নং গেইট,বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।	৬০ কার্যদিবস

৪) আপনার কাছে আমাদের প্রত্যাশা ঃ

প্রতিশ্রুতি/কাঙ্খিত সেবা প্রাপ্তির লক্ষ্যে করণীয়

- যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট ভিজিট।
- নির্ধারিত ফরমে ত্রুটিমুক্ত ও স্বয়ংসম্পূর্ণ আবেদন জমা প্রদান।
- যথাযথ প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় চার্জ/ফিস পরিশোধ করা।
- সংশ্লিষ্ট আইন সম্পর্কে নূন্যতম ধারণা থাকা।
- যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত থাকা।
- সাক্ষাতের জন্য নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই উপস্থিত থাকা।
- প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মোবাইল মেসেজ/ই-মেইল ঠিকানায় প্রেরিত নির্দেশনা অনুসরণ করা।
- সেবা গ্রহণের জন্য অনাবশ্যক ফোন বা তদবির না করা ।
- প্রয়োজনীয় অন্যান্য তথ্যাদি প্রদান করা ।